মাতৃ-স্নেহ

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
প্রণীত

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

(41)

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সরকার
ম্যাডেন থিয়েটারস্ লিমিটেড্‌
—:*:—

প্রিণ্টার—শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মিত্র।
কাত্যায়নী প্রেস।
১৮, ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

পুত্রের উদ্ধারে দারুণ দাবানলের বুকে মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা
দেখাইতে সর্ব্বস্বত্যাগিনী—লীলাবতী !

অগ্নিগর্ভে নির্ম্মলের প্রাসাদ
কর্ত্তব্যে, ত্যাগে, প্রেমে, ধর্ম্মে, অগ্নির বুকে—লীলাবতী !

গণেশ জলমগ্ন চাঁপাকে উদ্ধার করিয়া, তাহার জ্ঞান-সঞ্চারে যত্নবান।

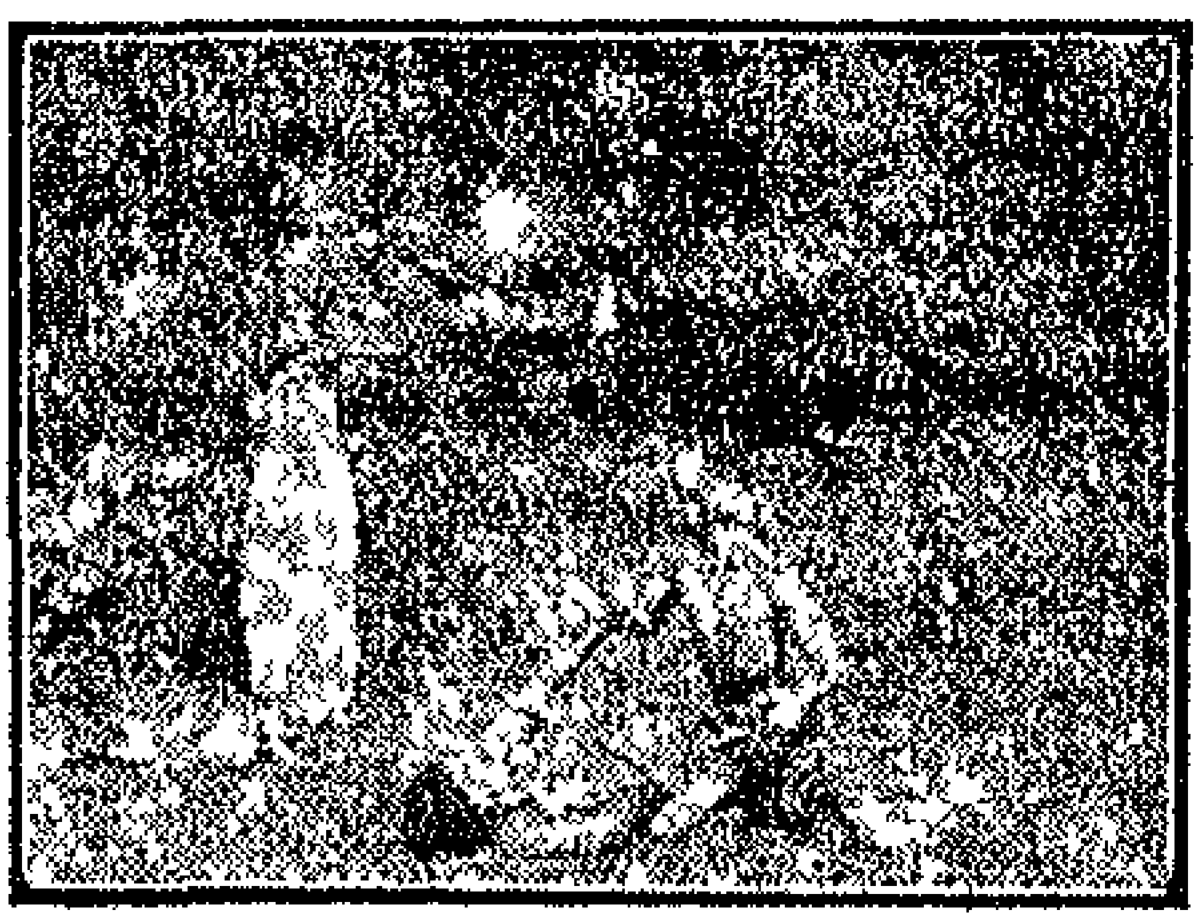

নরপিশাচ দুলাল, নির্ম্মল-চরিত্র—নির্ম্মলকুমারের বক্ষের উপর বসিয়া ছুরি উঠাইয়াছে,—দূরে লীলাবতী ছাগশিশুর মত কাঁপিতেছে।

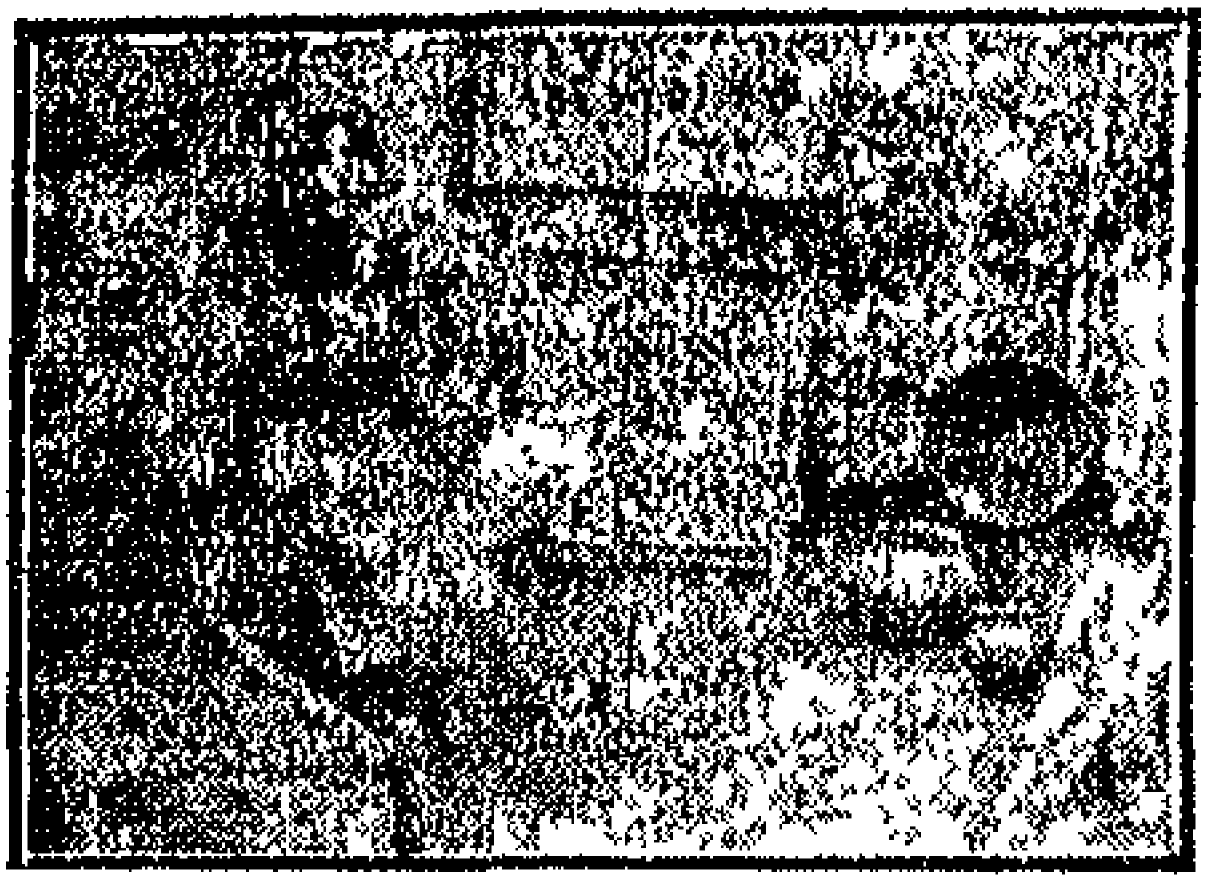

কামাতুর দুলাল—নিঃসহায় দুর্ব্বলা নারী লীলার প্রতি পাশবিক অত্যাচারে কৃতসংকল্প।

লীলাবতী আপনার পরিধান-বস্ত্র ছিঁড়িয়া, নির্ম্মলের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছে। কি স্বার্থে?—গত জীবনের পরিচয়ে—পবিত্র প্রণয়ে।

নিবেদন

কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের জনৈক কর্ম্মচারী—দরিদ্র কায়স্থ সন্তানকে কন্যাদায় প্রপীড়িত দেখিয়া আমি তাহাকে সাহায্য করিবার মানসেই এই পুস্তক লিখিলাম। পুস্তক লিখিবার ক্ষমতা আমার আদৌ নাই বলিলেই হয় তথাপি লিখিলাম, কেবল তাহারই মলিন মুখ দেখিয়া। সে বিষাদ-মাখান অভাবক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিলে আমি সুখী হইব—ইহাই আমার একমাত্র স্বার্থ—এতদ্ভিন্ন আমার আর কোনরূপ যশের আকাঙ্ক্ষা নাই। ইতি

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ যাঁহার পদাশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই মহাত্মা—'ম্যাডেন থিয়েটারস্ লিমিটেড্ কোম্পানীর' একজন প্রধান কর্ম্মচারী—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে আমার প্রগাঢ় ভক্তির চিহ্ন চির-জাগরিত রাখিতে এই **'মাতৃ-স্নেহ'** অর্পণ করিলাম। ভরস—তাঁহার একবিন্দু আনন্দাশ্রুতেই দীনের সকল উদ্যম পূর্ণমাত্রায় সফল হইবে

ঘটনাটি তিনিই একদিন আমার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই একান্ত ইচ্ছায় আজ ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এ ক্ষেত্রে আমি—মাত্র মালাকর; 'মাতৃ-স্নেহের' মধুভরা পুষ্পগুলি তাঁহারই সঞ্চিত ধন। অতএব মধু-মুগ্ধ পাঠক যদি এ পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট হন, তবে সে তাঁহারই গুণে, ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই।

গ্রন্থকার।

—জুলাই—১৯২২।

মাতৃস্নেহ

—:o:—

১

সে দিন প্রভাতের শান্ত সূর্য্যরশ্মি বড়ই মনোহর দেখাইতেছিল, আর এক জীর্ণ কুটীর-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে দুইটী সহোদরা ভগ্নীর আনন্দ-ক্রীড়াও তেমনি মন মুগ্ধকর। ভগ্নী দুইটীর নাম গোলাপ ও চাঁপা তাহারা এক নিঃসম্বল বিধবার কন্যা। গোলাপের বয়স দশ বৎসর, আর চাঁপা মাত্র চারি বৎসরের বালিকা বালিকা দুইটী খেলা করিতে করিতে দেখিল, একজন গৈরিক-বসন পরিহিত দীর্ঘকায়, উজ্জ্বলনয়ন সন্ন্যাসী তাহাদেরই কুটিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান

কুটিরের মধ্যে ভগ্নহৃদয় দরিদ্রা বিধবা আপন মনে কার্য্য করিতেছে হিন্দুঘরের বিধবা আজ নিঃসম্বল, নিঃসহায় হইলেও তাহার দুর্ব্বল হস্ত দুইখানি স্বাবলম্বনের জন্য সদাই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিত। বৈধব্য-যন্ত্রণা-কাতর বদনমণ্ডলে কালিমা-রেখা থাকিলেও তাহাতে সতীত্ব গরিমার উজ্জ্বল আভা ছিল। শোকে, তাপে, বিচ্ছেদে, অভাবে সময়ে সময়ে তাহার নয়নে শ্রাবণের ধারা বহিলেও সে নয়নে যে আনন্দের ধারা ছিল না, তাহা নহে। স্নেহের পুত্তলি গোলাপ ও চাঁপার দুইখানি কমল-মুখ যখন তাহার বুকের উপর স্থান পাইত তখন বিধবার আনন্দ ধরিত না। সে আনন্দ-তরঙ্গ মুখে বিধবা পান্নারাণীর জীর্ণ হৃদয়, কোন এক অতীতের স্মৃতিকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিত। সে স্মৃতি, বিধবার ইহ-জীবনের চিরসাথী নারীর ইহকাল ও পরকালের জীবন্ত দেবতা স্বামীর স্মৃতি।

গোলাপ কুটীর অভ্যন্তরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মা আমাদের দোরে একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেছে—দেখবে এসো মা! বেশ ভাল সন্ন্যাসী" মা পান্নারাণী তখন বৃদ্ধাবতীর হাতের কুলা হস্তে তণ্ডুল হইতে খুদ কুঁড়া বাছিতে ব্যস্ত ছিলেন কন্যার বাক্যে জননী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্ম্ম পালনে সন্ন্যাসীকে আহ্বান করিতে কুটীরের দ্বারে আসিলেন

সন্ন্যাসীর পবিত্র মূর্ত্তির পদতলে পান্নারাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল 'মা। দরিদ্রের প্রতি তোমার এ দয়া অতি সামান্য হইলেও ঈশ্বরের নিকট তাহা মহত্ত্বের পরিচয়"

বিধবা বলিল "বড় দুঃখী আমি বাবা। আমার এই কন্যা দু'টী মধ্যে এদের আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর, যেন তারা সুখী হয় আমার ইহ জীবনের সকল সুখ শেষ হয়েছে, কেবল এই দুইটীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পারলেই আমার সকল কার্য্য শেষ হয়।"

সন্ন্যাসী স্থির নেত্রে জ্যেষ্ঠ কন্যা গোলাপের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিল, পরে তাহার হস্তরেখা দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "মা তোমার এ কন্যা রাজরাণী হ'বে এর ভাগ্যে বড় সুখের চিহ্নই দেখ্‌ছি'

বিধবা তখন তাহার কনিষ্ঠ কন্যাটীর হাত ধরিয়া বলিলেন "আর এর ভাগ্য বাবা?'

সন্ন্যাসী চাঁপার হাতখানি দেখিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে বালিকার দক্ষিণ হস্তে একটী ত্রিশূলের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা তোমার এ কন্যার ভাগ্যে বড়ই দুঃখের লক্ষণ দেখিতেছি;—অস্ফুটন্ত ফুল, মুকুলে কাল-কীট দংশন করিবে যে মা। এ সুন্দর চম্পকের কলি না ফুটিতেই ঝরিবে—হায় ভাগ্য!

গোলাপের ভাগ্যে সুখের কথা শুনিয়া জননীর যে আনন্দ হইয়াছিল বিধবার সেই আনন্দ উদ্ভাসিত বদনমণ্ডল চাঁপার ভাগ্যের কথা শুনিয়া হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মেঘাবৃত বদনাকাশ—স্থির গম্ভীর। সে আকাশে জীমূত গর্জ্জিল না, কেবল বর্ষিল,—অবাধে বর্ষিল। বিধবার জীর্ণ পঞ্জর উত্তাল তরঙ্গে ভাসিল!

২

গঙ্গা-উপকূলে সুবর্ণগ্রাম নামে একটী গ্রাম ছিল। এখন সে গ্রামের সে নাম নাই। কালের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তথায় সে সময়ে বহুঘর জেলের বসতি ছিল এবং সকলেই জাতিগত ব্যবসায় করিত। এখনকার মত নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া আদালত করিয়া বেড়াইত না। অতএব মৎস্য আজ দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। জেলেদের শরীর যমদূতের মত বলিষ্ঠ ছিল। সারাটী জীবনে কেহ কেহ একদিনের জন্যও ঔষধ সেবন করিত না। পৌষমাসের নিদারুণ শীতে কাল কুচ্‌কুচে বলিষ্ঠ দেহটীর উপর অর্দ্ধ ছটাক খাঁটী সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া যখন সেই সুবর্ণ গ্রামের ধীবরকুল গঙ্গা-বক্ষে সন্তরণ করিত, তখন সর্দ্দি কাশী ও জ্বর বিকারের সহস্রাধিক ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হয় নাই। সে কারণ সে সমুদয় রোগও অতি বিরল ছিল।

এই সুবর্ণ গ্রামে বৃদ্ধ গণেশ নামে এক ধীবর বাস করিত। বৃদ্ধের সংসারে কেহই ছিল না—প্রেমময়ী পত্নী স্বর্গধামে, একমাত্র কন্যা চারিবৎসর বয়ঃক্রমে বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত গণেশ হতাশ হৃদয়ে উদ্দেশ্যবিহীন জীবনভার বহন করিয়া চলিয়াছে। শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, সুখ নাই—আছে মাত্র নয়নের জল। বৃদ্ধ, ঊর্দ্ধে—আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া থাকে "হা ভগবন্! আর

কেন, যেখানে তাদের নিয়ে গেছ, আমাকেও সেইখানে নিয়ে চল এ উদ্দেশ্যবিহীন অবসাদময়, ভাবাক্রান্ত জীবনে আর আমার প্রয়োজন কি ?"

গণেশ প্রতিদিন আপনার ক্ষুদ্র পান্‌সীখানি গঙ্গার বুকে ভাসাইয়া নয়নজলে বুক ভাসাইয়া দেয় ঈশ্বর! বৃদ্ধগণেশের হতাশ প্রাণে তোমার অনন্ত করুণার এক কণাও কি দান করিতে পার না? আহা! সে যে অনাথা, তুমিত অনাথের নাথ ঠাকুর! বুঝি না—তোমার উদ্দেশ্য মাত্র তুমিই জান

৩

গোলাপ ও চাঁপা দুই ভগ্নীতে গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছে তাহারা প্রতিদিনই ঠিক সেই সময়ে স্নান করিয়া থাকে তাহাদের জননী অতি প্রত্যুষেই স্নান করিয়া গঙ্গার কূলে বসিয়া, ঈশ্বর আরাধনা করিয়া কন্যা দুইটীর সুখ শান্তির জন্য অশ্রুসিক্ত বদনে জগদীশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে আজ গোলাপ বড়ই সাঁতার কাটিতেছে, আর কনিষ্ঠা চাঁপা কূলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে অনেকক্ষণ পরে গোলাপ কূলের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার ভগ্নীকে দেখিতে পাইল না সে অতি ব্যস্ততার সহিত স্খলিত বস্ত্রে কূলে উঠিয়া চারিদিকে নয়ন ফিরাইতে লাগিল, কিন্তু চাঁপাকে দেখিতে পাইল না। চাঁপা কোন দিন একা ঘরে ফিরিয়া যায় না—গোলাপ তাহা জানিত তাই গঙ্গার বুকে তাহার ভগ্নীকে খুঁজিবার জন্য গোলাপের বৃহৎ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া ছুটিতে লাগিল "ওই যে গো" বলিয়া গোলাপ চীৎকার করিয়া উঠিল সে দেখিল—অতিদূরে তরঙ্গের বুকে তাহার কনিষ্ঠ ভগ্নী চাঁপা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে নিমেষের মধ্যে প্রবল তরঙ্গ চাঁপাকে গোলাপের দৃষ্টির বাহিরে আনিয়া ফেলিল গোলাপ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট ছুটিয়া আসিল।

কন্যার চীৎকারে পান্নারাণী উন্মাদিনীর মত কুটীরের বাহিরে আসিলেন। 'চাঁপা গঙ্গায় ডুবিয়াছে' শুনিয়া জননী তৎক্ষণাৎ চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িল ঈশ্বর 'বিধবা'কে অচৈতন্য করিয়া রাখ—'চির নিদ্রার কোলে তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দাও

—০—

২

আজ কয়দিন হইতে সুবর্ণগ্রামে এক পাগলকে দেখা যাইতেছে — কোথা হইতে আসিল কেহ তাহা জানে না, ইতিপূর্ব্বে কেহ তাহাকে দেখে নাই পাগল কখন গাছের ডালে কখন গঙ্গার বুকে কখন মন্দির-সোপানে, কখন' বা শ্মশান চুল্লীর স্তূপীকৃত ভস্মরাশির মধ্যে বসিয়া থাকিত।—কভু হাসিত কভু কাঁদিত

আজ সে পাগল গণেশের পিছু লইয়াছে নিয়মিতরূপ গণেশ আপনার পান্সীখানি বাহিয়া গঙ্গার বক্ষে জাল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়াছে। কিন্তু বৃথায় জাল ফেলিতেছে—মাছ আর কিছুতেই মিলিতেছে না বিশেষতঃ সেই পাগল গণেশকে বড়ই উৎবস্ত করিল গণেশ যেদিকে জাল ফেলে, পাগলও সেইদিকে সাঁতার কাটিতে থাকে গণেশ পাগলকে এত তাড়না করিল, কিন্তু সে কিছুতেই গণেশের নৌকার পাছু ছাড়িল না

গণেশ বিরক্তির সহিত বহুদূরে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিল পাগলও ঠিক নৌকার ধারে ধারে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

গণেশ এইবার জাল ফেলিবার জন্য মনস্থ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যেমনি জাল ফেলিতে গেল অমনি সেইদিকে পাগল ভাসিয়া উঠিল এবং হাত তুলিয়া গণেশকে নৌকার অপর দিকে জাল ফেলিবার জন্য

সঙ্কেত করিতে লাগিল। অতঃপর গণেশ অপর দিকেই জাল ফেলিল এবং জাল গুটাইতেই অনুমান হইল বৃহৎ মৎস্য পড়িয়াছে। বৃদ্ধগণেশ অতি সন্তর্পণে, কষ্টের সহিত জাল টানিয়া নৌকায় উঠাইতেই দেখিল জালের মধ্যে একটী অল্পবয়স্কা বালিকা। গণেশ তাড়াতাড়ি বালিকাকে জালের মধ্য হইতে বাহির করিল। গণেশ দেখিল তখনও বালিকার নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প নিশ্বাস বহিতেছে। বৃদ্ধের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ডাক্তার ডাকিতে হইল না।—বৃদ্ধ নিজেই এ বিষয়ে শিক্ষিত ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বালিকার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ তখন বালিকাকে বুকে লইয়া আপনার ভগ্নগৃহে ফিরিয়া আসিল। শোক-তাপ দগ্ধ বৃদ্ধের হৃদয়-পঞ্জরে আজ ঈশ্বর বহুদিন পরে আবার শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। আর সেই পাগল তখন এক লম্ফে গঙ্গার কূলে উঠিয়া অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে দিনের আলোকে মিশিয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবতী বিধবা পান্নারাণী জানিল না যে তাহার স্নেহের পুতলি চাঁপা আজ কাহাদের দগ্ধহৃদয়ে শান্তি দান করিতে বিধির বিধানে ধীবরের গৃহে —গণেশের বুকে স্থান পাইল।

গণেশ বালিকার নাম রাখিল লীলাবতী। এই লীলাবতীই লীলাময়ের লীলাখেলায় সহায়তা করিতে আজ আমাদের এই পুস্তকেরই নায়িকা।

হে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-বিধাতা ঈশ্বর! তুমি মঙ্গলময়। কবে আমরা নির্ব্বোধ মানব, তোমার দেওয়া দুঃখকে তোমার আশীর্ব্বাদ মনে করে বুক পেতে নিতে শিখবো নাথ!

—:—

৫

এই ঘটনার পর প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আজ লীলাবতী পূর্ণযৌবনা প্রদীপ্ত যৌবন শ্রীতে উদ্ভাসিতা, অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী যুবতী। ধীবরের গৃহে সেরূপ মরুভূমে গোলাপের মত।

সরল প্রতীমা কুটিলতা বিহীন হৃদয়, নিষ্পাপ অন্তর, পবিত্রতাময়ী লীলাবতী বালিকাসুলভ চপলতায় বন্য হরিণীর মত বনে বনে বিচরণ করিয়া থাকে, নাচিয়া বেড়ায়। যৌবন সুলভ লজ্জা ধীরতা, গম্ভীরতা, নির্জ্জনে চিন্তা, এ সকল শান্তিও তাহাকে আশ্রয় করে নাই। বনের হরিণী সংসারের কুটিলতা জটিলতা কিছুই জানে না। তাহার দৃষ্টি সরল অবাধ দৃষ্টি—'সরমে কুণ্ঠিতা' নহে। এক কথায় লীলাবতী যৌবনে বালিকা।

ধীবর-সমাজ লীলাবতীকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিত। গণেশ বুঝিয়াছিল যে ঈশ্বর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লীলাবতীকে তাহার কোলে স্থান দিয়াছেন। এক লীলাবতীকে পাইয়া বৃদ্ধ আজ সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় সংসারধর্ম্ম করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে।

লীলাবতী সংসারের সকল কার্য্য করিত। গরু চরাইত, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত কাঠ কাটিত এবং রন্ধনেও সিদ্ধহস্ত ছিল। লীলাবতীর হাতের যত্নের সহিত প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি গণেশ অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিত।

লীলাবতী সদানন্দময়ী দেবী। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার হাসিমুখ মলিন হইত। গণেশ যখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিত তখন সে কাঁদিয়া বলিত "বাবা! আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না, বিয়ে আমি করবো না'; বলিতে বলিতে লীলার মুখ মলিন হইয়া আসিত—নয়ন ঝরিয়া অশ্রু গড়াইত। গণেশ অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার বিবাহ কাহার সহিত স্থির করিবে ভাবিয়া পাইত না। অতএব দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, লীলাবতীর বিবাহের কোন উপায় হইল না। গণেশও ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া তাঁহারই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

লীলাবতীর কিসের অভাব? ভালবাসার? বৃদ্ধ গণেশের মত এ সংসারে তাহাকে কে ভালবাসিবে? বৃদ্ধ যে তাহার শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু লীলার সুখশান্তির জন্য দান করিতে পারে! আর লীলাবতী? সে তাহার স্নেহপালিত বৃদ্ধের অধরে প্রগাঢ় চুম্বনে যে আনন্দ উপভোগ করে, হয়ত লীলাবতীর ন্যায় অন্য যুবতী তাহার স্বামীর অধর চুম্বনে সে তৃপ্তিলাভ না করিতেও পারে

—৭

৬

সুবর্ণগ্রামের জমীদার নির্ম্মলকুমার—জাতিতে ব্রাহ্মণ আমার ক্ষুদ্র লেখনী নির্ম্মলকুমারের রূপ বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহার সুন্দর কেশগুচ্ছ যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে উপমা দিয়া বুঝাইতে পারিব না কার্ত্তিকের মুখ যদি সুন্দর হয় তবে সে মুখ কার্ত্তিকের মত। হরিণীর নয়ন যদি মন মুগ্ধকর তবে সে নয়ন—হরিণী নয়ন। বুঝি ঈশ্বর, তাহার শরীরের সমস্ত অবয়বগুলি অতি মনোনিবেশের সহিত সুন্দর করিয়া গড়িয়াছিলেন

নির্ম্মলের নির্ম্মল অন্তর। তিনি দানশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজাবৎসল যুবক ঈশ্বর তাঁহাকে সকল সুখ দিয়াছেন, কেবল একটী মাত্র পুত্রের অভাবেই তাঁহাদের সংসার অন্ধকার। মাতৃ-মন্দিরে পূজার আয়োজনের কোন ত্রুটীই হয় নাই, কেবল পবিত্র ধূপধূনার মধুময় গন্ধ প্রাণকে মাতোয়ারা করিল না।

অপুত্রক নির্ম্মল-পত্নী সদাই ম্রিয়মাণা দান, ধ্যান, পূজাব্রত, অতিথি-সৎকার ইহাই তাঁহার কার্য্য জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে দেবতার মত নির্ম্মল চরিত্র রূপবান স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য্যের রাণী হইয়াও নির্ম্মল-পত্নীর অন্তরে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই অভাব! একটী মাত্র পুত্রের অভাব!!

ঈশ্বর এ তোমার কি বিধান? নিঃসম্বল দরিদ্রের কুটীরেও মা ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি অযাচিতভাবে বিতরণ হইয়া থাকে—আর নির্ম্মলের গৃহে তাঁর দৃষ্টি পড়ে না? এত আরাধনায়ও পড়ে না। কেন, তা তুমিই জান

—৭—

এ

লীলাবতীর সরলতা মাখান মুখখানি, কচি তালশাঁসের মত ঠোঁট দুইখানি এবং লজ্জাহীন হাবভাব একজনকে বড়ই পাগল করিয়া তুলিল,—তাহার নাম দুলাল দুলাল সমৃদ্ধিশালী ধীবরের পুত্র ধীবর সমাজে দুলালও একজন সুন্দর যুবক কিন্তু তাহার হৃদয় পশুরও অধম।

দুলাল লীলাবতীকে বিবাহ করিতে চাহিল, ইহাতে লীলাবতী অথবা বৃদ্ধ গণেশ সম্মত হইল না ক্রমে, দুলাল বনে, জঙ্গলে পথে, ঘাটে লীলাবতীকে ধরিয়া তাহাকে আপনার বশে আনিবার জন্য বৃথ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু যখন কামাতুর দুলাল কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না, তখন সে বলপ্রয়োগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।। দুশ্চরিত্র লোকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল গণেশ এ সকলের কিছুই জানিল ন, অথবা লীলা তাহার বৃদ্ধ পিতাকে জানাইবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করিল না।

আজ নির্ম্মলকুমার শীকারে বাহির হইয়াছে বন্দুক হস্তে এ জঙ্গল, সে জঙ্গল ঘুরিয়া পাখীর সন্ধান করিতেছে দুর্ভাগ্য—আজ পাখী আর মিলিতেছে না যদিও বা মিলিতেছে—সকলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে শেষে একটী বৃহৎ বকুল বৃক্ষের ডালে একটী কৃষ্ণপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মল দূর হইতে বন্দুক ছুঁড়িল এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না পক্ষী ছটফট করিতে করিতে সেই বৃক্ষতলে পতিত হইল, যেখানে আমাদের নায়িকা আপনার মনে নিজ খেলায় মত্ত ছিল

পক্ষীটিকে হাতে লইয়া লীলাবতী কাঁদিতে লাগিল "আহা কে এমন নিষ্ঠুর" এদিকে পাখীর অন্বেষণে নির্ম্মল বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মস্তক ঘুরিল আপনাকে কতক সামলাইয়া নির্ম্মল লীলাবতীর দিকে তাকাইয়া বলিল "এ আমার পাখী। আমিই বন্দুকে মেরেছি—আমায় দাও' এতক্ষণে লীলা চক্ষু চাহিল,—নির্ম্মলকে দেখিল রাগে তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল ফণীনীর মত উচ্চ গ্রীবা করিয়া লীলাবতী বলিল 'আ্যা তুমিই সেই নিষ্ঠুর? এমন সুন্দর পাখীটাকে তুমিই গুলি করেছ? ছি! এই নাও তোমার পাখী, এই নাও—নির্দ্দয়! এই নাও'

লীলাবতী আর সে স্থানে দাঁড়াইল না—বাড়ীর দিকে চলিল কিছুদূর যাইয়া একবার নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া দেখিল, চিন্তিত নির্ম্মল অপ্রতিভ হইয়া, কাতরদৃষ্টিতে তাহারই দিকে অপরাধীর মত চাহিয়া আছে। এবার লীলাবতী একটু মৃদু হাসিল, নয়নে নয়ন মিলিল পাগলিনী আর দাঁড়াইল না—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল

—০—

৮

নির্ম্মল নির্ব্বাক।—বাক্‌শক্তি-হীন হইয়া নির্নীমেষ নয়নে লীলা যে পথে ছুটিল সেই পথে তাকাইয়া রহিল পরে একটী সুদীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল "কে এ নারী?' পাগলিনী না বনদেবী?

নির্ম্মল আপনার পাঠাগারে বসিয়া আছে সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ পুস্তক খোলা অবস্থায় পড়িয়া, বিস্ফারিত দুইটী নয়ন তাহাতে অলসভাবে পতিত। নির্ম্মলের দৃষ্টি পুস্তকে, কিন্তু তাহার মানস-দৃষ্টি সেই বনদেবী লীলার মুখ ছবি দেখিতেছে নির্ম্মল চিন্তায় বিভোর—"কে সে রমণী?"

এমন সময়ে গৃহমধ্যে তাহার পত্নী প্রবেশ করিয়া বলিল, "কিগো, তেল

মাখলে না, বেলা যে দুপুর হ'য়ে গেল।" চিন্তিত নির্ম্মল কিছুই শুনিতে পাইল না।

"বলি হ্যাগা শুন্‌ছো ?—বেলা হ'ল যে, স্নান ক'রগে।"

এইবার নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিল, বলিল "অ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছো ?"

"ও কি, তুমি কোথায় ছিলে—বনে শীকার ক'র্‌তেছিলে নাকি ?"

"কৈ ? না। হ্যাঁ কি ব'ল্‌ছো ?"

"বলি স্নান ক'র্‌বে না ?"

"হ্যাঁ যাচ্ছি।"

নির্ম্মল পত্নী ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে পুনরায় স্বামীর প্রতি তাকাইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলের কাঁধে হাত রাখিয়া প্রেম-ভরে বলিল "আমি একটা কথা ব'ল্‌বো ?"

"কি ব'ল্‌বে—বল ?"

"তুমি আবার বিবাহ কর।"

"কেন ?"

"আমি যে বন্ধ্যা—তোমার পুত্র সন্তান হ'ল না।"

"আমায় তুমি এত নিষ্ঠুর মনে কর কেন ? কতদিন তো ব'লেছি—আমি তা' পারব না। তোমার প্রাণে আমি কি ক'রে কষ্ট দেব। আমি বই তোমার যে এ সংসারে আর কেউ নেই !"

"কর্ত্তব্য অনুরোধে আমিও সুনীতির মত তোমাকে—"

"না—ওকথা ব'লনা। আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমার মত সহধর্ম্মিণী যে পেয়েছে তার আর কিসের অভাব ? ভুলে যাও ওকথা—আমার কাছে আর ও নিষ্ঠুর কথা তু'লনা।"

"যদি পরমেশ্বরকে আমি একদিনের জন্যেও অন্তরের সহিত ডেকে থাকি,—তবে তুমি স্বামী—আমার জীবন্ত-দেবতা ! শুনে রাখ আমার

কথা—আমার বাসনা, আমার সাধ, তিনি কখনই অপূর্ণ রাখিবেন না,—এ সংসারে তুমি পুত্রের পিতা হবেই হবে '

*

৬

সেদিন হাটবার লীলাবতী হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছে তাহার কাঁকে একটি চুবড়ি—চুবড়িটী তরিতরকারীপূর্ণ বেলা প্রায় সন্ধ্যা—সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ একটী বাগানের মধ্য দিয়া লীলাবতী চলিয়াছে সেই পথ তাহার গৃহে ফিরিবার পক্ষে নির্জ্জন ও সুগম পথ

নির্ভীক লীলা সদানন্দময়ী। চঞ্চলা চপল। তাহার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত মুখকমল নয়নরঞ্জন রক্তাভ বিম্বাধর, পূর্ণমধু—মধুভাণ্ড ভ্রমর-লাঞ্ছিত, অযত্নবক্ষিত, অবিন্যস্ত, স্বভাব সুন্দর কেশগুচ্ছ সে মধুচুম্বনে আত্মহারা—পাগলপারা

লীলাবতী গান ধরিল বিহঙ্গকুল সে সুমধুর স্বরে আপনাদিগের কাকলি বন্ধ করিয়া নয়ন মুদিল সন্ধ্যাবধূ সে সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাহার জোছনা-ভাসান-বদনাকাশের অবগুণ্ঠন খুলিয়াদিল—তাই চন্দ্রবদন হাসিয়া উঠিল

যখন লীলার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে উঠিয়াছে তখন দূরে একটী যুবক সে স্বরলহরী শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল যুবকের নয়ন আনন্দোজ্জ্বল—বিস্ফারিত—প্রেমভরা লীলার সুমধুর কণ্ঠস্বর যুবককে আপনার গন্তব্যপথ ভুলাইয়া উদ্যানের পথে আনিয়াছে

যুবকের কাঁধে বাঁক বাঁকের দুইধারে দুইটী প্রশস্ত মাছের ঝুড়ি ও দুইগাছি মাছ ধরিবার টানা জাল এ যুবকটী কে? আমাদেরই পূর্ব্ব-পরিচিত লীলাগত প্রাণ ধীবর-সন্তান—দুলাল।

দুলালকে দেখিয়া লীলা হাসিল, দাঁড়াইল—আদরের সহিত তাহাকে

আহ্বান করিল। দুলাল বাঁক নামাইয়া সাগ্রহে লীলার হাত ধরিল হাত ধরিল?—না স্বর্গ পাইল? কে জানে,—মাত্র বলিতে পারি সে স্পর্শে দুলালের বক্ষে উন্মাদ-তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল দুলাল বলিল, "লীলা! আর আমি কষ্ট সইতে পারি না,—তুই একবার বল্ ভাই, আমায় বিয়ে ক'রবি? কেন আমায় এত কষ্ট দিস্? আমি যে তোকে বড় ভালবাসি"

লীলা—"আমি তোমায় কম ভালবাসি দুলাল! তোমার ভারি অসুখের সময় তোমাকে কোলে ক'রে আমি দু'রাত্তির ব'সেছিলুম কিন্তু বিবাহ?—সে কি? বিবাহ কর্ত্তে আমি রাজী নই।"

দুলাল—"কেন রাজী নোস্? আমি কি কুৎসিত? দ্যাখ্ না কেন, এ জেলের দেশে আমাকেই সকলের চেয়ে দেখতে ভাল আমার বাপের কত টাকা—তোকে আমি সোণার গয়নায় মুড়ে রাখব রাজি হ' লীলা। এই দ্যাখ্, আমি লুকিয়ে তোর জন্যে সোণার হার গড়িয়ে এনেছি—বুকের ভেতোর লুকিয়ে রেখে তোর পিছুপিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি তোর গলায় এ হার পরিয়ে দেব—এযে আমার বড় ইচ্ছে"

লীলা দেখিল একছড়া স্বর্ণনির্ম্মিত উজ্জ্বল হার!

দুলাল আবার বলিল 'আমার বাপ-মা তোকে বৌ ক'রবার জন্যে পাগল হ'য়ে র'য়েছে—হবিনি? তুই আমার বউ হবিনি?

লীলার মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে চন্দ্রবদন হঠাৎ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন! সে একটী ক্ষুদ্র কথায় উত্তর দিল "না"

"কেন না? আমার মত তোকে কে ভালবাসবে? তবে তুই কেন আমাকে ভালবাসবিনি?"

ঘন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকিল লীলা তীব্রস্বরে উত্তর করিল, "আমি ভালবাসিনি? দুলাল তোমায় আমি ভালবাসিনি—কি ক'রে এ কথা ব'লছ? আমি যদি শুনি তোমাকে কুমীরে ধ'রেছে, তাহ'লে আমি

আমার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে কুমীরের মুখে যেতে পারি যদি শুনি তোমায় কেউটে সাপে কামড়েছে—তবে তখনি আমি সে বিষ নিজের ঠোঁটে ক'রে চুষে বের কর্ত্তে পারি আর তুমি কিনা বল আমি তোমাকে ভালবাসিনি ?— ছি "

"তবে হারছড়া পরিয়ে দি গলায় আমার হ'তে পরিয়ে দিচ্ছি— হেসে হেসে গলায় পর! তোকে বড় ভাল দেখায়।"

"তোমার ঐ তুচ্ছ হার আমার গলার এই বুনো ফুলের হারের চেয়ে ভাল নয় এই দেখ আমার হার—কত সুন্দর.

লীলা দুলালের হস্ত হইতে স্বর্ণহার লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল

লীলাবতী পুনরায় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্থিরভাবে বলিল, "দুলাল. আমি তোমায় আপনার ভায়ের মত ভালবাসি এ ভালবাসায় দরকার হ'লে, আমি এ ক্ষুদ্র প্রাণটাকে তোমার ভালর জন্যে হাসতে হাসতে শেষ ক'রে দিতে পারি কিন্তু তা বলে আমি তোমার বৌ হ'তে পারিনা। ওসব নীচ কথা মনে এনো না। আজ শেষবার বলে রাখি শুনে যাও—যদি আমায় তোমার মা'র পেটের বোনের মত দেখতে পার তবে আমার কাছে এসো,—নয়তো ও মুখ আমাকে আর দেখিও না "

লীলাবতী আর দাঁড়াইল না—চুপড়িটী পুনরায় কাঁকে তুলিয়া কোমর দুলাইয়া চলিল বুঝি বা অজ্ঞ তাহার কোমরটী বেশী দুলিতেছিল

দুলাল নির্ব্বাক স্পন্দহীন, তাহার রক্ত চক্ষু স্থির—নিষ্পন্দ সে একবার লাঞ্ছিত, ভূপতিত স্বর্ণ হারের দিকে তাকাইল আর বার লীলার দিকে চাহিল চাহিয়া চাহিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল সে নিশ্বাস দুলালের সারা বুকখানাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। বৃক্ষশাখায় নিদ্রিত পক্ষিকুল পক্ষ ঝাড়া দিয়া উঠিল দুলাল অনেকক্ষণ সেই স্থানে

দাঁড়াইয়া আছে—তখন রাত্রি হইয়াছে। সে মনে মনে বলিল "তবে এইবার শেষ চেষ্টা। জোর করে বশ করবো;—বুকের ওপর ছুরী ধরে মুখের ওপর মুখ রেখে, নয়তো কুলকাঠের আগুন। ওঃ! কিছুতেই নিভবে না।"

বনের মধ্যে শৃগাল ডাকিল "হুক্কা হুয়া হুক্ক হুয়া" রাত্রি তখন প্রথম প্রহর।

হায়রে দুরদৃষ্ট। দুলাল ভাটার সময় নদীতে জাল ফেলিতে আসিয়াছিল। প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীতের সুর তাহাকে প্রেম-সাগরের কূলে আনয়ন করিল। তীব্র পিপাসা কাতর প্রাণে সে তাহাতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু হায়! কোথায় সে গরের পূর্ণ প্রেম? এ যে কঠিন শিলাখণ্ড! শিলাঘাতে দুলালের ললাট চূর্ণ হইল, আর আকাঙ্খার তীব্র জ্বালা নয়ন পথে অশ্রুরূপে প্রবাহিত। তাই বলিতে ছিলাম, হায়রে দুরদৃষ্ট।

—❦—

১০

কামরিপু মানব শরীরের প্রধান শত্রু। গর্ব্বিত মানব ভদ্রকুলসম্ভূত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়াও এরূপ ভীষণ শত্রুর নিকট সদাই পরাজিত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে, অভিনেতা মানবোচিত হৃদয়বলে সুন্দরী যুবতীর প্রেম ভিক্ষা পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করিল, দর্শকমণ্ডলী করতালি দিয়া উচ্চরবে 'ধন্য ধন্য' করিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দের সে সুখ্যাতি অভিনেতার মর্ম্মস্থল আঘাত করিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে আনন্দাশ্রু আনয়ন করিল। কিন্তু তার পর? তার পর অভিনয়ান্তে সেই অভিনেতাই আবার সংসার রঙ্গমঞ্চের সত্যকার অভিনয়ে,—নিশীথ রাত্রে, অন্ধকারময় গলিপথে, সতর্ক পদসঞ্চারে ব্রাহ্মণ বিধবার শয্যাপার্শ্বে গুপ্তভাবে আবির্ভাব হইতেছে।

ওই দেখুন! প্রাণমাতান, স্নিগ্ধ মিষ্টবাসে ভরপুর অটোডিয়োজ মাখান, চুনট-কর পাঞ্জাবি জামার মধ্যে দুর্গন্ধময়, পূঁয রক্তে পরিপূর্ণ, আজীবন-জীবন্তক্ষত, শব্দপূর্ণ অস্পর্শনীয় দেহখানি। লেখকের উপদেশপূর্ণ লেখনী যথার্থই সংসারের মঙ্গলকর—শিক্ষাপ্রদ! যাঁহার লেখার গুণে পূর্ব্বোক্ত অভিনেতা দর্শকমণ্ডলের নিকট হইতে শত শত 'ধন্যবাদ' পাইল, সেই বৃদ্ধ গ্রন্থকারই আবার এক ভদ্রকুলের যুবতী নারীর নিশি-নাগর

ডাক্তার ছুরী বসাইল; রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবারে! গেলুম রে' মেরে ফেল্লে রে!" ডাক্তার তখন রোগীর গণ্ডে সবলে একটী চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "এখন বাবারে কেন? সেই সুখের কথা মনে করে হাসতে পাচ্ছনা?—কাঁদছ কেন?" এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পরে সেই ডাক্তারই, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই হাসপাতালের ঠিক সেইখাটেই শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে "বাবারে! গেলুম-রে! বেগুণফাল করলে রে!'

তাই বলিতেছিলাম কামরিপুকে দমন করা মানবের পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য! সৎসঙ্গে, বিদ্বান সমভিব্যাহারে আজীবন কাটাইয়াও যাহাদের পদস্খলিত হয়,—তুমি দুলাল, মূর্খ, অভদ্র; তুমিই বা আজ কেমন করিয়া আপনাকে দমন করবে!

তাই দুলাল আজ বলপ্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সহায়তার জন্য তাহার দুইজন বন্ধুকে সঙ্গোপনে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে তখন সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যস্থলে—বেলা বারটা এই সময়ে লীলাবতী প্রতিদিন তাহাদের দুগ্ধবতী গাভীটিকে লইয়া দীঘির পাড়ে—ছায়ায় বাঁধিয়া আসে আজিও তাই আসিতেছে। দুলাল পথ হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাই মনস্থ করিয়া একটা ঝোপের মধ্যে

লুক্কায়িত ছিল লীলাবতী যেমনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, অমনি তিনজনে বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

লীলাবতী স্তম্ভিত দুলাল তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবে সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই হায় লীলাবতী তো দুলালকে প্রকৃত ভালবাসে সে ভালবাসা বুঝি ভালবাসা নয়? হবেই বা! সে ভালবাসায় যে ক্রিমি-কীটের সম্বন্ধ নাই,—সে ভালবাসার যে ক্ষয় নাই,—অবসাদ নাই,—অন্ধকার নাই। আছে আলোক আছে আনন্দ—অক্ষয়, অনন্ত —ভগ্নীর ভালবাসা।

লীলাবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "একি দুলাল? তুমি কি মনে করেছ।"

দুলাল—"কি মনে করেছি—? এই দ্যাখ। এই রকম জোর করে তোর—"

দুলাল বলপ্রয়োগে লীলাবতীর গণ্ডে চুম্বনাঘাত করিল নির্ম্মল আকাশে রামধনু উঠিল,—বুঝিবা গণ্ড ফাটিয়া শোণিত ঝরিল দুলাল এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে এই নির্ম্মম ব্যবহারের জন্যই সে আজ প্রভাত হইতে তড়িৎতারণ তরফদারের তাড়ির দোকানে আড্ডা করিয়াছিল। দুলাল উন্মত্ত—মাতাল।

দুলালের ইঙ্গিতে আর দুই ব্যক্তি একটু দূরে আসিয়া গা ঢাকা দিল। দুলাল বলপ্রয়োগে পাশব প্রবৃত্তি চারিতার্থ করিতে প্রমত্ত বিক্রমে অবলার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূপাতিত করিল।

বনচারিণী লীলা ভদ্রকুলের 'সরমে জড়িতা নহে তাহার শরীরেও অল্প শক্তি ছিল না তথাপি সে নারী—দুর্ব্বলা নারী লীলাবতী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল নীবিড় জঙ্গল—নিস্তব্ধ। কেহই উত্তর দিল না,—প্রতিধ্বনি অঙ্গলে মিশিল কিন্তু তুমি? ওই উর্দ্ধে—

জগৎ চক্ষু, জীবন্ত দেবতা দিবাকর তুমি? তুমিতো দেখছো ঠাকুর! তবে দাও না? তোমার একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার পিশাচের মস্তকে ফেলে দাও না? গেল যে নাথ! নারীর সর্ব্বস্ব—সতীত্ব ধর্ম্ম গেল যে! দুর্ব্বল নারী চৈতন্যহীনা,—আর বুঝি রক্ষা হয় না। কই গো দেবতা! দিলে না? ছি ছি তবে এ ধরার পানে চেয়ে আছ কি জন্য?— ও বিশাল চক্ষু মুদ্রিত কর! অন্ধকার আন, গাঢ় অন্ধকারে সারা সংসারটাকে ডুবিয়ে রেখে দাও

"গুড়ুম্ গুড়ুম"—হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ কোথা হইতে আসিল? দুলাল লীলাকে সবে মাত্র ভূমিপরে রাখিয়াছে, এমন সময়ে বন্দুকের আওয়াজ হইল দুলাল বন্দুকের শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে অমনি এক লম্ফে জঙ্গলের মধ্য হইতে দেব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল দেবতা দুলালের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আর একটী ফাঁকা আওয়াজ করিল দুলাল ও তাহার সঙ্গী দুইটী প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল

যদিও দুলাল তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা লইয়া, প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল তথাপি হে একটী মাত্র ক্ষুদ্র বন্দুক তোমার নিকট শত সহস্র শাণিত কৃপাণ অতি তুচ্ছ—ইংরাজ ও বাঙ্গালী প্রভেদ! অতএব তোমার জয় সর্ব্বত্র

এ দেব পুরুষ কে? চিনিয়াছেন কি? আপনাদেরই পরিচিত নির্ম্মল-কুমার। নির্ম্মল বন্দুকটী রাখিয়া যখন লীলার চৈতন্য সঞ্চারে যত্নবান, তখন দুলাল অবসর বুঝিয়া শাণিত ছুরিকা হস্তে নির্ম্মলকে আক্রমণ করিতে পুনঃরায় আসিল। পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দুলাল আসিতেছে আর মাত্র একটী পদ অগ্রসর হইলেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নির্ম্মলের মস্তক চুম্বন করিবে ঠিক সেই সময়ে—হে জগদীশ! তুমিই

সত্য !—নির্ম্মলের কোলে শায়িতা লীলাবতী চক্ষু চাহিল তাহার প্রথম দৃষ্টি ছুরিকার উপর পড়িতেই এক লম্ফে উঠিয়া ছুরিকা সহিত দুলালের হস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ধরিয়া ফেলিল পরক্ষণেই নির্ম্মল ও দুলাল উভয়ের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল

দূরে ক্ষুদ্র ছাগ শিশুর মত লীলাবতী দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, এখনও তাহার মস্তক টলিতেছে

ভীষণ মল্লযুদ্ধ কেহ কাহাকেও বাগে আনিতে পারিতেছে না কখন বা নির্ম্মলের দিকে জয়ের সম্ভাবনা আসে, কভু বা দুলাল জয়ী হয় হয় দুলাল—ধীবর পুত্র এ প্রকার মল্লযুদ্ধে চিরাভ্যস্ত। আর ভদ্র সন্তান—নির্ম্মল অনভ্যস্ত তাই সে কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হইয়া পড়িল

দুলাল তখন নির্ম্মলের বুকের উপর বসিয়া ছুরি তুলিয়াছে পরক্ষণেই নির্ম্মলের বক্ষ রক্তস্রোতে ভাসিবে। হায় হায়! নির্দ্দোষ, নির্ম্মল চরিত্র যুবক! সতীর সতীত্ব, রক্ষা করিতে আসিয়া তোমার এ কি দুর্দ্দশা! জীবন যে পর মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইবে কিন্তু ও আবার কি? লীলাবতী তোমার ও কি মূর্ত্তি? লীলাবতী দুলালের বুকের উপর বন্দুক লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "খবরদার—এখনি গুলি করবো "

দুলাল জানিত, লীলাবতী বন্দুকের ব্যবহার জানিত না, তথাপি সে মুহূর্ত্তে দুলাল সেই বিশ্বাসে বুক বাঁধিতে পারিল না। তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—হস্তের ছুরিকা খসিয়া পড়িল সে নির্ম্মলকে ছাড়িয়া, দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। হে বন্দুক! তোমার ক্ষমতা অসীম লীলা বন্দুক ছুড়িতে জানিত না এ কথা জানিয়াও দুলাল ভয় পাইল কেন? কেন?—বীরশ্রেষ্ঠ বন্দুক তা তুমিই জান!

—:০:—

১১

পূর্ব্বে দেখিলাম নির্ম্মলের কোলে লীলাবতী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে এখন দেখিতেছি লীলাবতীর কোলে নির্ম্মলকুমার তাহারি মত অবস্থায় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া শায়িত লীলাবতী অনিমেষ নয়নে সে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিতেছে; আর ভাবিতেছে—"সুন্দর দেবতা! নারীর সতীত্ব রক্ষক! জীবনদাতা! কি প্রতিদানে আমি তোমায় সন্তুষ্ট করিতে পারি! একবার বল, তুমি কি চাও? তুমি যা চাইবে আমি তাই দিব। আমার এই তুচ্ছ প্রাণটাকে তোমার পায়ে ঢেলে দিতে বড় সাধ হচ্ছে ওঠো গো? ওঠ! কথা কও?"

পদ্মআঁখি উন্মীলিত হইল—নির্ম্মল চাহিল। নয়নে নয়ন মিলিল, প্রাণে প্রাণ মিশিল, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা চলিল এ কথা ভাষায় নয়,—ভাবে নির্ম্মলের ললাট কাটিয়া রক্ত বহিতেছে লীলা আপনার বসন ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। কুঞ্চিত-কেশদামের মধ্যে পুষ্প-কোমল অঙ্গুলী সঞ্চালনে লীলাবতী নির্ম্মলের প্রতি তাহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল

এদিকে বৃদ্ধ ধীবর গণেশ মাছ ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া "লীলা, লীলা, লীলা ও লীলা?" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু লীলার কোন সাড়া শব্দ পাইল না বৃদ্ধ ভাবিল হয়ত লীলা এখনও রন্ধন করিতেছে বৃদ্ধ কলিকা হস্তে রসুইঘরে আসিয়া দেখিল সেখানেও লীলা নাই বৃদ্ধ আরও দেখিল, যে আজ লীলাবতী রন্ধন করে নাই

বৃদ্ধ ঘরের বাহিরে আসিয়া "লীলা লীলা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, এমন সময় দুলাল আসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধ দুলালকে বলিল

"হাঁরে দুলাল, আমার লীলাকে দেখেছিস্ ? কোথায় গেল বল দেখি ?" দুলাল হাসিল।

"হাসিস্ ক্যানরে বাপ—বল্না কোথায় গেছে ?" সে আজ রাঁধেনি দেখছি—কেন বল দেখি এ্যামন ধারাটা হ'ল ?"

দুলাল এবার উচ্চ হাসি হাসিল

"তুই যে কেবলি হাস্তে লেগেছিস্, তুই ঠিক জানিস্, সে কোথায় গেছে—বল্না কোথায় আছে ?"

দুলাল তখন তাহার প্রকাণ্ড নয়ন দু'টী বিস্ফারিত করিয়া ভ্রুকুটীর সহিত বলিল, "হাঁ জানি,—কোথায় ? সে ওই বনের ভেতোর জমীদারের ছেলের সঙ্গে প্রেম কর্‌ছে "

"কি বল্‌লি পাজি" এই কথা বলিয়া গণেশ সবলে দুলালের হাত চাপিয় ধরিল

দুলাল বলিল "রাগ কর কেন বাপু, দেখতে চাও, এসনা আমার সঙ্গে দেখিয়ে দি এখন সে মুখে মুখে, বুকে বুকে"

"চল্‌তো বেটা পাজি ! আমার মেয়ে কুচরিত্তির ? তুই এমন কথা বলিস্, আমায় দেখাবি চল, নইলে ওই মুখে আজ আগুন জ্বেলে দেবো"।

—✽—

১২

দূর হইতে দুলাল অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক গণেশকে বলিল "ওই দেখ !" ঠিক সেই সময়ে লীলা আপনার পরিধান-বস্ত্র ছিঁড়িয়া নির্ম্মলের ললাটের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে ছিল নির্ম্মলের মস্তক লীলাবতীর উরুদেশে স্থাপিত যখন লীলা নত হইয়া, প্রায় নির্ম্মলের মুখের নিকট মুখ রাখিয়া,

রক্তধারা মুছাইবার জন্য, তাহার কোমল হস্ত দুইখানি নির্ম্মলের সারাবদনে সঞ্চালন করিতেছে, ঠিক সেই সময় দুলাল গণেশকে বলিল "ওই দেখ "

দূর হইতে গণেশ দেখিল যেন লীলা কত যত্নে, কত সোহাগে নির্ম্মলের চাঁদমুখখানি আপনার বুকের উপর টানিয়া লইতে যত্ন করিতেছে বৃদ্ধের কোটরাগত নিঃস্তেজ চক্ষু দুইটী, জলন্ত অগ্নিশিখার মত বাহির হইয়া আসিল কম্পিত দেহ; লোল চর্ম্মের স্থূল শিরাসমূহ উষ্ণ শোণিত প্রবাহে আরও স্থূলাকার ধারণ করিল বৃদ্ধ কাঁপিতেছে, বুঝিবা পড়িয়া যায়!

দুলাল সন্নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে আপনাকে লুক্কাইত অবস্থায় রাখিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া ডাকিল—"লীলা"

লীলা পশ্চাতে বদন ফিরাইল পিতাকে দেখিয়া উঠিবার চেষ্টা করায় নির্ম্মলও উঠিয়া দাঁড়াইল

বৃদ্ধ তখন তাহাদিগের সন্নিকটস্থ হইয়াছে। লীলা সস্নেহে বৃদ্ধ গণেশকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিল "বাবা!"

গণেশ সজোরে লীলার স্নেহ-বাহু-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল "দূর হ শয়তানী"

আজ এই প্রথম—লীলার জীবনে, লীলা এই প্রথম তাহার বৃদ্ধ পিতার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল সদা প্রফুল্লমুখে কালিমা ঢালিল! গণেশ এইবার নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল "জমিদার! তোমারি এই কাজ; আমি গরীব, বুড়ো মানুষ বলে, ছলনায় আমার মেয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করলে তুমি জান না, এ বুড়োর দু'টো হাতে এখনও এত জোর আছে যে তোমার মত—

বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল।

নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইয়া উত্তরে কহিল "বাতুলের মত কি বলছ বৃদ্ধ? আমি তোমার কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করেছি?

গণেশ উচ্চ কণ্ঠে উত্তর করিল "হ্যাঁ করেছ। এ চোখ দুটো এখনও বেশ দেখতে পায় কিন্তু আমি তোমায় ছাড়বোনা জমিদার হও আর যেই হও, আমার মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া, কম্পিত কলেবরা, সরলা বালিকা এইবার অধোমুখ তুলিয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিল সে চাহনি কি বলিল? বলিল —"আমি পিপাসাকাতর হে দেবতা, দাও গো—তোমার করুণা-বারির এক কণা আমার এই শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া দাও? সে ভাষা-বিহীন আভাস নির্ম্মলের নির্ম্মল হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল নির্ম্মল পারিল না —দেশাচার, লোকাচার, জাতিগর্ব্ব এ সকলি সেই দুইটী জলভারাক্রান্ত পদ্ম আঁখির তলে ডুবিয়া গেল নির্ম্মল বলিল "আচ্ছা, আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করবো"

"করবো নয়—এই দণ্ডে"

বৃদ্ধ লীলার একখানি হস্ত লইয়া নির্ম্মলের হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিল "ওই ওপর দিকে চেয়ে দেখ সূর্য্যদেব,—সে সাক্ষী আমি ওই সূর্য্যি সাক্ষী করে আজ তোমার হাতে আমার লীলাকে তুলে দিলুম। জমিদার তুমি, তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে আজ হতে তুমি লীলার রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, যাও—যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও"

ঝোপের মধ্য হইতে আর একটী মুখ বাহির হইয়া মৃদুস্বরে বলিল "আর সাক্ষী রইলুম আমি"

—০—

১৩

এ ঘটনার কিছুদিন পরে দুলাল একদিন নির্ম্মলের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। দুলালকে দেখিয়া নির্ম্মলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল দুলাল হাসিতেছে ; নির্ম্মল বুঝিল না—সে হাসির অর্থ কি ?

দুলাল বলিল "জমীদার বাবু! আপনি আমায় কিছু শাস্তি দিলেন না দেখে আমি নিজেই আপনার কাছে এলুম শুনতে এলুম কি রকম শাস্তির ব্যবস্থাটা করবেন " এই কথা বলিয়া দুলাল তাহার সম্মুখস্থিত একটী গোলাকার টেবিলের উপরেই বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মল বলিল "দুর্বৃত্ত, পশুর অধম, তোর শাস্তি ঈশ্বর দেবেন আমার দ্বারা একপ শাস্তি দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না যিনি নিক্তির ওজনে পাপ পুণ্যের বিচার করেন সেই ঈশ্বরই তোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন—একদিন তা' দেখতে পাবি "

দুলাল—"ভাল ভাল ; জমীদার বাবুর ঈশ্বর-ভক্তি, ধর্ম্মভাবটা খুব বেশী দেখা যাচ্ছে বেশ বেশ, তবে সে দিন জেলের মেয়েটাকে বিয়ে করে আমারটা কিছু অধর্ম্ম হয় নি—কেমন ?"

নির্ম্মল—মূর্খ, তোর আমার মত অন্ধ সমাজের চক্ষে সেটা খুব খারাপ কর্ম্ম ; অধর্ম্মও বটে কিন্তু ওই দেবতার সমাজে এরি নাম ধর্ম্ম। যাক—মূর্খ তুই তার কি বুঝবি ? চলে য আমার সামনে থেকে

দুলাল—ভাল, ভাল, তবে বিয়ের কথাটা বন্ধ করতে আপত্তি কি ? আমার মনে হয়, ধাম্মিক আপনি—আপনি কি আর বিয়ের কথাটা চেপে রাখবেন ?—কি বলেন ? প্রজারা আসটার কিছু মেঠাই খাওয়া চাইতো তাদের ফাঁকি দিলে চলবে কেন ? আজ হাটবার ; হাটে গিয়েই হাঁড়িটা ভেঙ্গে দি ?"

নির্ম্মল এবার চিন্তামগ্ন ক্রমে তাহার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল।

নির্ম্মল দন্তে দন্ত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"সমাজ! হিন্দু সমাজ!!" পরে দুলালের দিকে চাহিয়া বলিল "তুই কি চাস ?"

দুলাল—(স্বগতঃ) "পথে এসো বাবা! (প্রকাশ্যে) টাকা চাই আবার কি ?"

"কত টাকা ?"

"এক হাজার।"

"ভাল, দিচ্ছি" বলিয়া নির্ম্মল তাহার দেরাজ হইতে দুইটী তোড়া নোট বাহির করিয়া দুলালের হস্তে দিয়া বলিল "দুই হাজার টাকা দিলাম—চলে যা খবরদার, এ বিবাহের কথা কখন প্রকাশ করবিনি; কারেক জানাবিনি"

"কেবল সুখিমামা জেনেছে, আর আমি, আর কেউ জানবে না।"

দুলাল প্রস্থান করিল, নির্ম্মল আপনার ললাটে হস্ত দিয়া ভাবিতে লাগিল—"হায়রে সমাজ!"—"সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত কি! বেদব্যাস,—যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞান-দ, তাঁহারও জন্মঘটিত দুর্ণাম ছিল তথাপি আমার সমাজ এত নির্ম্মম, এত নিষ্ঠুর কেন ?"

—:*:—

১৪

গোপন বিবাহের পর হইতে লীলাবতী বৃদ্ধ গণেশের গৃহে বাস করিতেছে সমাজের কঠিন শাসন! নির্ম্মলকুমার সেই শাসনের ভয়ে লীলাবতীকে আপনার গৃহে আনিতে পারিল না। তবে শীকার ছলে বাহির হইয়া গোপনে লীলাবতীর সহিত বাক্যালাপ, প্রেমালাপ ইত্যাদি সকলি রীতিমত সাধিয়া আসিত বৃদ্ধ গণেশ কার্ত্তিকের মত সুন্দর

জামাই পাইয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই এক্ষণে নির্ম্মলের প্রতি তাহার আন্তরিক স্নেহ যত্ন লীলাবতী হইতে অধিক বলিয়া অনুভূতি হয় বৃদ্ধ আজ যথার্থই সুখী

নির্ম্মলের ইচ্ছায় গণেশ ও লীলা ধীবর-পল্লী ছাড়িয়া গঙ্গার পরপারে—আর এক পল্লীতে বাস করিতে লাগিল লীলা আর ঘরের বাহিরে আসে না বনের হরিণী ফাঁদে পা দিয়া বাঁধা পড়িয়াছে এক্ষণে তাহার দৃষ্টি—সদাই নিম্নগতি, চঞ্চল চরণ অচল হইয়া ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকে এখন সে বড়ই লজ্জাশীলা গো,—বড়ই লজ্জাশীলা! যেন লজ্জাবতী লতা!

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে আমাদের পুস্তকের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন কোন বিশেষ ঘটনা এ দুই বৎসরের মধ্যে ঘটিল না তবে ঠিক এই দুই বৎসর পরে, একদিন নিশীথ রাত্রে বৃদ্ধ গণেশের কুটীরের মধ্য হইতে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। লীলাবতী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে —নবকুমার, নির্ম্মলেরই প্রতিচ্ছবি!

—:*:—

১৫

নবজাত শিশুর কথা অন্য কেহ না জানিলেও, দুলাল তাহা জানিতে পারিল হিংসায় দুলালের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুই হাজার টাকার সুরাপান করিয়াও দুলালের হৃদয় নিহিত দাবানল নিভিল না, পরন্তু আরও প্রবল বাত্যায় জ্বলিয়া উঠিল দুর্ব্বৃত্ত নবজাত শিশুকে হত্যা করিবার সন্ধান উদ্ভাবন করিতেছে।

একদিন নিশীথ রাত্রে কুটীরের বাহিরে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া লীলাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! কুটীরের জীর্ণ

দেওয়াল,—তাহারি ছিদ্রপথে চক্ষু দিয়া লীলাবতী দেখিল লগুড়হস্তে তাহারি চিরপরিচিত বাল্য সহচর দুলাল. লীলা ভয় কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিতে গণেশ জাগিয়া উঠিল তখন দুলাল বিফলমনোরথ হইয়া পলাইয়া গেল

পরদিন গণেশ গত রজনীর ভয়ের কথা নির্ম্মলের নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিল "বাবা! আমার লীলা বড় ভয় পেয়েছে, সে বলে এই দুধের ছেলেটাকে মেরে ফ্যালবার জন্যেই দুলাল কাল রাত্রে এসেছিল "

নির্ম্মল বলিল 'দুর্বৃ্ত্ত জ্ঞানহীন, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, ছেলেকে আমি আমার গৃহে নিয়ে যাই ."

"তাই নিয়ে যাও বাবা, তাই নিয়ে যাও ও আমার বড় আদরের জিনিষ, বড় মায়ার জিনিষ। আমি একবার করে লুকিয়ে দেখে আসবো কোলে নিতে না পেলেও নবকুমার বেঁচে আছে, সুখে আছে জেনে তো খুসী হতে পারবো? তুমি নিয়ে যাও বাবা, আজই নিয়ে যাও "

সেই কথাই স্থির হইল লীলাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার বুক হইতে প্রাণের পুতলী, বড় আদরের, বড় টানের জিনিষ একটী মাত্র সন্তানকে নির্ম্মলের কোলে তুলিয়া দিল

—:*:—

১৬

পাঠক! আমরা বহুদিন হইল বিধবা পান্নারাণীকে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছি তাহার সংবাদ আমরা কিছুই রাখি নাই। আসুন দেখিয়া আসি—বিধবা এখন কি অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে। কিন্তু হায়! আর কোথায় যাইতেছি? ওই যে সে কুটীরের চিহ্ন অবধি নাই—সে স্থান এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ

বিধবার কি হইল ? গোলাপ কোথায় গেল ? জানিতে যদি আপনার একান্ত বাসনা থাকে তবে আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন অবসরে তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিব ;—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম

—:*:—

১৭

নবকুমারকে লইয়া নির্ম্মল তাহার নিজ গৃহে আসিল নির্ম্মল-পত্নী পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল নির্ম্মল পত্নীকে প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া বুঝাইয়া দিল যে সে অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিবার কালে পথের ধারে শিশুটীকে দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে

জগদীশ্বর তাহাদিগের অভাব মোচন করিল নির্ম্মল-পত্নী আপনার গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় নবকুমারকে বুকে রাখিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু লীলাবতী বড়ই কাতরা পুত্র ছাড়া হইয়া সে মরিতে বসিয়াছে। চিন্তায় তাহার শরীর কালীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মনের অশান্তি! বড় কঠিন ব্যায়রাম—মানুষকে অচিরে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে লীলাবতীরও তাহাই হইল।

নির্ম্মল অতি সঙ্গোপনে এক আধবার কখন কখন আসিয়া দেখিয়া যাইত মাত্র কিন্তু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিত না ;—লোক-নিন্দার ভয়ে ; পরছিদ্র অন্বেষণকারী সমাজ চক্ষু সদাই উন্মুক্ত .

নাড়ী ছেঁড়া ধন যাহার সেই গর্ভধারিণীই একমাত্র বুঝিতে পারে সন্তান কি বস্তু! হায়রে! কি দুর্ভাগ্য নিয়ে তুমি জন্মেছিলে লীলাবতী? তুমি তোমার পুত্রকে একবার বুকে করে ঘুমোতে পেলে না—অদৃষ্ট!

একদিন রাত্রে লীলাবতী হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিদ্রিত গণেশ তাহার ক্রন্দন শব্দে জাগিয়া উঠিল এবং ভয় বিহ্বলিত চিত্তে, ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল লীলা! লীলা! কি হয়েছে মা?"

"বাবা গো আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি—খোকা আমার পুড়ে গেছে।"

"স্বপ্ন কি সত্য হয় মা? ও কিছু নয়।"

"না বাবা, আমার বুকের ভেতোর কেমন করছে, আমি স্থির থাকতে পাচ্ছি না। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তাকে তুমি আমায় একবার দেখাও। তুমি না হয় একবার তাকে বুকের ভেতোর করে লুকিয়ে আমার কাছে নিয়ে এস! আমি তাকে একবার মাত্র বুকে ধরে আবার ফিরিয়ে দেব বাবা! আমি যে বুক ধরতে পাচ্ছিনি—আমি যে তার মা।"

বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "মা! তুমি তো আমার অবুঝ মেয়ে নও; তুমি যে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধর। মনকে স্থির কর; ঘুমোবার চেষ্টা কর; ও কিছু নয়—স্বপ্ন বইত নয়?"

"তবু বাবা কে যেন বলছে এ স্বপ্ন নয়, এ সত্য!"

"স্বপ্ন হ'ক আর সত্য হ'ক—এই গভীর রাত্রে গঙ্গার ওপারে গিয়ে, আমি কি করে দেখে আসবো মা? কি করে পার হব বল? তুই বলে দে—কি করে পার হব?'

"তবে থাক বাবা রাতটা কোন রকমে কেটে গেলে আমরা দু'জনেই যাব। তুমি দূর থেকে আমায় বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে এস। আমি কেবল একবার চখের দেখা দেখে, আবার ফিরে আসবে।"

বৃদ্ধ তখন কম্পিত চরণে আপনার শয্যা হইতে উঠিয়া লীলাবতীর নিকটে আসিল এবং তাহার মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল "তাই যাস্ম, আমিই নিয়ে যাব। এখন একটু স্থির হও, ঘুমোও, লক্ষ্মী মা আমার।'

লীলাবতী অতি কষ্টে বুক ধরিয়া পুনরায় শয়ন করিল কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল কি ?

—:*:—

১৮

অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই গণেশ লীলাবতীকে লইয়া গঙ্গার এপারে আসিল এবং নির্ম্মলের গৃহ তাহাকে দেখাইয়া সে মাছ ধরিতে চলিয়া গেল বৃদ্ধ যাইবার সময় বলিল 'হ্যাঁ মা! শিগ্‌গীর বাড়ী ফিরে যাস্ দেখিস্ যেন আমি ক্ষিধের সময় দুটো ভাত পাই কি জানিস্ বুড়ো হয়েছি, ক্ষিধে বরদাস্ত করতে পারিনি ”

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। রাজ প্রসাদ তুল্য লীলাবতী ভাবিল হায়! এই প্রাসাদের অধীশ্বর আমার স্বামী—কিন্তু আমি? পর্ণকুটীরবাসিনী ভিখারিণী হে ঈশ্বর কোন্ পাপে তুমি আমায় এমন নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছ? সকলি দিয়েছ, আশাতীত পেয়েছি কেবল মাত্র চক্ষে দেখবার জন্য, ভোগ করতে পেলুম না কেন? আমায় আকণ্ঠ ভ'রে সুধা খাওয়ালে কি হলাহল সাগরে ডুবিয়ে মারবার জন্য ?

লীলাবতী ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, নবকুমারের প্রতীক্ষায়। গণেশের নিকট শুনিয়াছিল যে তাহার নবকুমার প্রতিদিন প্রভাতে দাসীর সহিত বায়ু সেবনে বাহির হয় কিন্তু হায় আজ কেন এত বিলম্ব? লীলাবতী ভাবিল তবে কি নবকুমার অসুস্থ? আজ আর বাহিরে আসিবে না? তবে কি তাহাকে দেখিতে পাইব না?”

ঝরিল,—হায়! আবার ঝরিল লীলাবতীর নয়ন দু'টী হইতে বরষার ধারা অবাধে ঝরিতে লাগিল

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল এখনও নবকুমার বাহিরে আসিল না;—

লীলাবতী ফটকের একটী ধারে অপরাধীর মত দণ্ডায়মানা। সে আবার ভাবিল—'যাই না কেন বাড়ীর ভেতোরে—? কিন্তু কি ছলে যাইব,—ভিক্ষায়? ভিখারিণীরত একমুষ্টি তণ্ডুলের প্রত্যাশা? সেতো বাহিরেই পাইব। অন্দরে অসুস্থ নবকুমারকে দেখিব কি উপায়ে? আমি ভিখারিণী—ডাইনি ডাইনির কাছে কি কেউ আর কচি ছেলেকে বার করে? আমাকে দূর থেকে দেখ্‌লেই হয়তো তারা নবকুমারের বুকে থুথু দিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে হায়! তবে কি দেখ্‌তে পাব না? আচ্ছা একবার চীৎকার ক'রে বলিনা কেন 'ওগো তোমাদের নবকুমারের যথার্থ মা আমি; আমিই তাকে দশমাস গর্ভে ধরেছি। আমি ডাইনি নই, আমাকে একবার দেখ্‌তে দাও?'

লীলাবতী, ওই দেখ! তোমার নবকুমার দাসীর হাত ধ'রে বাইরে আসছে। চিন্তে পার কি? এ যে তোমারি নাড়ি-ছেঁড়া ধন।

লীলাবতী পদশব্দে বুঝিল কাহারা যেন আসিতেছে অমনি সে ফটকের দ্বারে উঁকি মারিল। লীলাবতী দেখিল, সত্যই এ তারই নবকুমার আহা! কত বড়টী হয়েছে কি সুন্দর টাটকা গোলাপ ফুলের মত মুখখানি!

লীলাবতীর নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে, আর তাহার সহিত বিস্ফারিত নেত্র হইতে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতে লাগিল এ অশ্রু ব্যথায় নয়,—আনন্দে!

দাসীর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আছে প্রথমতঃ আকৃতি কেমন। তাহার মাথার চুল কটা, চক্ষু দুইটীর বর্ণও তদ্রূপ এবং ভাঁটার মত গোলাকৃতি। নাকটি টিকোলো কিন্তু তাহা সম্মুখে আসিয়াই কিঞ্চিৎ বক্রগতি ধারণ করিয়াছে। মুখগহ্বর কান অবধি বিস্তৃত না হইলেও স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত বলা যাইতে পারে।

বুকখানা অতি প্রকাণ্ড, প্রশস্ত। তাহা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত কুমোরের চাকের ন্যায় ফুলিতে থাকে ও কমিতে থাকে। হাত দুখানি দীর্ঘ, শক্তিশালী। কোমরটী সরু; গোলাকৃতি নিটোল নিতম্ব পূর্ব্বে পশ্চিমে ঈষৎ চাপা। পল্লিগ্রামে মৃত্তিকায় প্রস্তুত এক প্রকার পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; পল্লিবাসী তাহাকে 'গিলে' বলিয়া সম্বোধন করে হাঁড়ি, মালসা, কলসী, জালা ইত্যাদির মত 'গিলে'ও একটী মৃন্ময় পদার্থ। যদি দেখিয়া থাকেন, তবে জানিবেন আমাদের এ দাসীর নিতম্ব, সেই গিলেরই মত মোটের উপর তাহাকে দেখিতে মন্দ নয় বড়লোকের গৃহে ইহাকে দাসী বলিতে পারা যাইলেও গৃহস্থের ঘরে গৃহিণী বলিয়াই ভ্রম হয় তাহার দেহ খানি খুব বলিষ্ঠ। শুনিয়াছি পূর্ব্বে সে রীতিমত 'কুস্তি' করিত

দাসী নবকুমারের হাত ধরিয়া ফটকের বাহির হইয়াছে। তাহারা লীলাবতীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না ওই যা চলিয়া যায় যে! লীলাবতী—যাও ধর? পুত্রকে বুকে তুলে নাও?

লীলাবতী দেখিতেছে—প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে। আর পারিল না, শুধু নয়নে দেখিয়া বুঝি সাধ মেটেনা; একবার অন্ততঃ হাত ধরিতে ইচ্ছা হয় হাত ধরিলে তখন মনে হয় বুকে ধরি বুকে ধ'রে, কচি অধরে ঘন ঘন চুম্বন না করিলে কি মায়ের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়?

লীলাবতী ছুটিয়া গিয়া নবকুমারের হাত ধরিল, হাসিতে হাসিতে বলিল "দিব্যি ছেলেটি! তোমার নাম কি বাবা?"

দাসী দেখিল একজন অপরিচিতা নবকুমারের হাত ধরিয়াছে। তখনি সে তাহার 'টিকোলো" নাকটি আর একটু বাঁকাইয়া, ফুলাইয়া বলিল "তুই কেমন মেয়ে গা—বলা নেই কওয়া নেই, অমনি টপ্ করে ছেলের হাত ধর্‌লি? কি জাত, পোড়া হাড়ি কি মুচি তার ঠিক নেই"

"না ভাই আমি হাড়ি মুচি নই, ভাল জাত—তোমার খোকারই জাত। একবার আমার কোলে দাও?" এই কথা বলিয়া লীলাবতী নবকুমারকে কোলে লইতে চেষ্টা করিল তাহা দেখিয়া দাসী নবকুমারকে আপনার দিকে টানিয়া লইয়া বলিল "কি আপোদ গা, ওমা একি জ্বালায় পড়লুম। তুই পাগলি নাকি? অমন করছিস্ কেন?'

এ যে মায়ের প্রাণ। পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য লীলাবতীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল সে তখন দাসীর পানে চাহিয়া মিনতির সহিত বলিল "একবারটি আমার কোলে দাও ভাই?"

"হাঁ বেশ কথা বলছিস্। তোর ওই ময়লা কাপড়—চিমটি কাটলে ময়লা বেরোয়, তোর গা থেকে একটা বোট্‌ক গন্ধ বেরুচ্ছে, আর আমি তোর কোলেই ছেলেকে দিচ্ছি আর কি? চাকরিটা বড় সস্তা দেখছিস্—না?"

পুত্রকে দেখিয়া স্নেহভরে জননীর প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল, আনন্দে মলিন মুখে হাসি ফুটিয়াছিল বড়সাধ, একবার পুত্রকে কোলে তুলিয়া লয়, একবার তার অধর চুম্বনে উত্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করে! কিন্তু লীলাবতী তাহাতে বাধ পাইল, তাই সে মাতৃ স্নেহে আত্মহারা, পাগলিনীর ন্যায় লীলাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "একবারটী দাও ভাই—তোমার পায়ে পড়ি একবার আমার কোলে দাও"

"ওমা—এ যে আবার হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেল্‌লে গো; পাগলি বটে—কামড়াবে নাকি? তাইতো কি রকম কচ্ছে দেখ, বুকে হাত দিয়ে কি রকম হাঁপাচ্ছে, ক্ষয়কাশ না মীরগি' দূর ছাই ভাল জ্যাটা দেখছি' এই কথা বলিতে বলিতে দাসী নবকুমারকে কোলে লইয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল

তখন দুই হাত তুলিয়া, পুত্রকে কোলে লইবার জন্য পাগলিনী

চীৎকার করিতে লাগিল "ওগো—একবার দাও, একটিবার, তোমার পায়ে পড়ি গো একটিবার!

নিরাশার মর্ম্মপীড়, হতাশের দীর্ঘশ্বাস ব্যথিতের চীৎকার। কে দেখিল? কে বুঝিল? কে শুনিল? সকলেই দেখিল, সকলেই বুঝিল, সকলেই শুনিল। দেখিল না কেবল আমার নয়ন, বুঝিল না কেবল আমার সমাজ, শুনিল না কেবল আমার দেশ! হায়রে জাতিগর্ব্ব!!

—:*:—

১৭

পাপী একদিন না একদিন তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাইবেই পাইবে তবে কাহারও শাস্তি হাতে হাতে ফলিয়া যায় কাহারও বা কিছু বিলম্বে ফলিয়া থাকে ফলতঃ শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে অনুতাপ তাহাকে পুড়িতেই হইবে দেখিয়াছিলাম, কোন এক পল্লিগ্রামের জমীদার পুত্র তাহাদের একজন প্রজার একটী সুন্দরী কন্যার নিকট গোপনে যাতায়াত করিত তাহারই আর একজন ব্রাহ্মণ বন্ধুও, সেই একই স্ত্রীলোকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল ইহা জানিতে পারিয়া, বিজয়া-দশমীর দিনে, জমীদার পুত্র তাহার ব্রাহ্মণ বন্ধুটিকে অতিরিক্ত সুরা সেবন করাইল পরে ব্রাহ্মণ যখন অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িল, তখন তাহার বুকে বাঁশ চলিয়া মারিয়া ফেলিয়া গভীর রাত্রে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল মড়া পচিয়া, ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিল পুলিশের ইনেস্পেক্টার তদন্তে আসিলে, তাঁহাকে ভদ্রলোকেরা বুঝাইয়া দিলেন যে, অত্যধিক মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরিবার সময় পুষ্করিণীতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই মারা গিয়াছে। ব্যাস্ থামাস; আর কোন ভয়ের কারণ নাই জমিদার-পুত্র নিশ্চিন্ত! কিন্তু অন্তর্যামী সেই ঈশ্বরের নিকট অব্যাহতি পাইল কি? না, তাহা কেহ কখনও পায় না

জমিদার-পুত্র কলিকাতায় আসিল, এবং ট্রামগাড়ীর নীচে পড়িয়া হাত পা কাটা গেল, মাথাটা প্রায় চুরমার হইল প্রাণটা কেবল ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, এই কথাটি বলিবার জন্য—"আমি ব্রাহ্ম সন্তানকে নিজের হাতে খুন করেছি, তারই শাস্তি ভগবান আজ আমায় হাতে হাতে দিলেন "

আর একটী কোন এক জাপানী সদাগরের নূতন আফিস হতে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা মামা ও ভাগ্নেতে চুরি করে মানব তাহাদের উভয়কেই অত্যন্ত বিশ্বাস করিত নূতন অফিস, তখনও অফিসের মত কায়েমি ব্যবস্থা কিছুই ছিল না, অতএব কিছুই গোলযোগ হইল না মামা ও ভাগ্নে দিব্যি হাসতে হাসতে অফিসের কার্য্যে জবাব দিয়ে চলে গেল তারা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল, তাদের বাড়ী বাগান, গাড়ী সবই হ'ল একটী বছর পরেই কি দেখিলাম, একটীর পক্ষাঘাত আর একটীর যক্ষ্মাকাশ।

নিঃসহায়া সাধ্বী মহিলার ধর্ম্মনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সে আর একজন সেদিন হাঁসপাতালে দেখিলাম তিনি একটী হস্ত পরিমিত জিহ্বা বাহির করিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া পড়িয়া আছেন তদন্তে শুনিলাম হতভাগ্য বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে

তাই বলিতেছিলাম, পাপের শাস্তি আছেই আছে আমাদিগের দুলাল সে শাস্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে কি ?

আমরা একদিন মাত্র দুলালকে নির্ম্মলের বাটীতে আসিতে দেখিয়াছিলাম যে দিন সে দুই সহস্র টাকা লইয়া যায় তখন হইতেই দুলাল প্রায় নির্ম্মলের নিকট আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া টাকা লইয়া যাইত

আজ লীলাবতী পুত্রকে দেখিতে আসিয়া নির্ম্মলের গৃহ হইতে ফিরিয়া

চলিয়াছে—আর সে চলিতে পারিতেছে না, যেন ঢলিয়া পড়িতেছে। আর পারিল না, লীলাবতী একটী বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল; বসিয়া বসিয়া শুইয়া পড়িল দুলালও ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলের নিকট টাকার জন্য আসিতেছিল দুরাচার দূর হইতে লীলাবতীকে দেখিল। দুলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া একটু দূরে আসিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ পরে লীলাবতী আবার উঠিল এবং আপনার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল দুলালও তাহার পাছু লইল

লীলাবতী গঙ্গা পার হইয়া আপনার কুটীরে আসিয়াছে দুলালও তাহার পশ্চাৎ ধরিয়া আসিয়া নিকটস্থ একটী ঝোপে লুকাইয়া লীলাবতীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে

আজ লীলাবতীর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। আহা! অমন চাঁদপানা ছেলে তার,—সে একবার তাকে কোলে তুলে নিতে পারলে না! অবশ দেহে পথশ্রান্ত, অক্লান্ত শরীর লীলাবতী, কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যা'পরি শুইয়া পড়িল

দুলাল তখন ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অতি সন্তর্পণে কুটীরের সন্নিকট হইয়া দেখিল লীলাবতী শুইয়া আছে সে আর একবার এধার ওধার চাহিল। গণেশকে ঘরের মধ্যে অথবা বাহিরে কোথাও দেখিতে পাইল না,—বুঝিল গণেশ মাছ ধরিতে গিয়াছে। তখন সে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল লীলা কিছুই জানিল না, সে উদাসভাবে পড়িয়া আছে দুলাল সন্তর্পণের সহিত দরজার অর্গল বন্ধ করিবার সময় সামান্য একটু শব্দে লীলার চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল দুলাল তাহার সম্মুখে কাল সর্প মস্তকের উপর দেখিয়া চমকিয়া উঠিল!

লীলা বলিল, "একি? কি জন্য তুমি চোরের মত আমার ঘরে এসেছ?—তুমি এখনি চলে যাও"

"লীলা! আমি যাব বলে আসিনি, তোরে ভুলবো বলে অনেক চেষ্টা করেছি, চাষার ছেলে তা পারিনি, তুই আমার বাঁচা ভাই "

"দুলাল! আমি এখন পরের স্ত্রী—তোমার মায়ের সমান, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় রক্ষে কর, আর কুভাবে আমার দিকে চেও না "

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দুলাল তা' শুনবে না সে আজ প্রতিশোধ নেবে আয় আমার বুকে আয় " এই কথা বলিয়া দুলাল লীলার হাত ধরিল

ক্ষীণা দুর্ব্বলা নারী প্রাণপণে প্রমত্ত যুবকের সহিত যুঝিল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু হায় কেহই শুনিল না, কেহই আসিল না ক্ষুদ্র ঘরটীর মধ্যে লীলা ছুটিতেছে; পরিধান বস্ত্র স্থানচ্যুত হইয়াছে। নারীর লজ্জা সরম আর বুঝি রহিল না লীলার রক্তচক্ষু বাহির হইয়া আসিল সে দুই হস্তে আপনার ক্ষুদ্র বুকখানি ধরিয়া জড়সড় ভাবে ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া বলিল "সাবধান দুলাল! তুমি আর এক পা আমার দিকে এলেই তোমার মাথা এই কলসী মেরে ভাঙ্গবো " এই কথা বলিয়া লীল একটী কলসী তুলিয়া লইল।

দুলাল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "দেখি তোর কতটা জোর—কলসী ছুড়ে ঠিক আমায় মারতে পারবি তো?"

দুলাল যেমনি অগ্রসর হইল, অমনি লীলা তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত কলসী ছুড়িল। দুলাল তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া লইল এবং কলসী দরজায় লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল দুলাল তখন এক লম্ফে লীলাবতীর সম্মুখে পড়িয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিল। লীলাও দেখিতে দেখিতে চৈতন্যহীনা হইয়া, ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়িনী হইল। দুলাল আর বিলম্ব করিতে পারিল না। গণেশের ঘরে ফিরিবার সময় হইয়াছে—সে কারণে সে জ্ঞানহীনা লীলাবতীকে কাঁধে

ফেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র, এমন সময় দুলাল দেখিল গণেশ তাহার সম্মুখে তখন সে লীলাকে ভূমিতে রাখিয়া ছুরি হস্তে ঠিক হইয়া দাঁড়াইল

এ দৃশ্যে গণেশের মাথা ঘুরিয়া গেল—"আরে চণ্ডাল, তুই আমার লীলাকে হত্যা করলি—আজ তবে আমিও তোকে খুন করবো" গণেশ কাঁধের বাঁক নামাইয়া এক লম্ফে আসিয়া দুলালকে আক্রমণ করিল

উভয়ের মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে একদিকে বলশালী যুবা, অপর দিকে দুর্ব্বল, অসমর্থ বৃদ্ধ। দুলাল সহজেই গণেশকে কাবু করিল সে বৃদ্ধের বুকের উপর বসিয়া নৃশংসের ন্যায় তাহার বুকে ছুরি মারিল—রক্তের উৎস বহিল

বৃদ্ধ "বাবারে ছুরী মেরেছে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে

দুলাল আর দাঁড়াইল না। তাহার সর্ব্বশরীর রক্তরঞ্জিত। উঃ! বৃদ্ধের বুকে এত রক্ত ছিল!

দুলাল রক্তরঞ্জিত ছুরিকাখানা ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান করিল

তাহার মুখশ্রী নরকাগ্নিতে বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে; চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিকা বিস্ফারিত ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখখানি কি এক আসুরিক ভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

দুলাল সম্মুখে যে পথ পাইল, সেই পথ ধরিয়াই ছুটিল। খুন করিয়া পলাইতেছে এক এক বার পিছু চাহিতেছে,—দেখিতেছে কেহ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে কি না

পথের মাঝখানে সেই পাগল; 'পথ জুড়িয়া' শুইয়া আছে দুলাল তাহা দেখিল না—পাগলের গায়ে পা লাগিয়া দুলাল আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল

পাগল তখন উঠিয়া বসিয়াছে ওঃ একি ভীষণ চাহনি পাগলের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে দুলাল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল তাহার পা আর উঠিতেছে না—থর থর কাঁপিতেছে। পাগলের পলকহীন দৃষ্টি দুলালকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে

হঠাৎ সেই পাগল 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল তখন দুলাল বুঝিল এ পাগল—তাইতো বটে ওই বুঝি কারা আসছে? দুলাল দাঁড়াইয়া উঠিল ; পাগলের দিকে আর না চাহিয়া প্রাণপণে ছুটিল

ওই দেখুন পাঠক পাগল ?—সে পলায়িত দুলালের প্রতি চাহিয়া, ঊর্দ্ধে শুভ্র নীলাকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি বলিতেছে ?

বলিতেছে—

ওই নীলাচলে শুভ্র তারকার গায়,
'কার সে' নয়ন দু'টী মিটি মিটি চায় ?

পল্লীর পত্র পুষ্প শোভিত বৃক্ষরাজির উচ্চ শাখা হইতে মলয় মারুত নামিয়া আসিয়া পাগলের কাণে কাণে উত্তর দিল "ঈশ্বরের।"

—*—

২০

গণেশ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মা—ওমা ? কথা কচ্ছিস না কেন ? চণ্ডাল কি তোকেও খুন করে গেছে ? যদি বেঁচে থাক, ওঠ ! চেয়ে দেখ আমি মরি।"

বৃদ্ধ অতি কষ্টে গড়াইতে গড়াইতে চৈতন্যহীনা লীলার নিকট আসিল এবং তাহার গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিল "লীলা ! মা আমার, চেয়ে দ্যাখ, তোর বাবার দশা কি করে গেছে ওঃ বাবারে কি জ্বালা।"

লীলার জ্ঞান হইলে সে পাশ ফিরিয়াই দেখিল শোণিত-সমুদ্রে তাহার

বৃদ্ধ পিতা ভাসিতেছে, বক্ষপঞ্জর হইতে অবিশ্রান্ত রুধির-ধারা নির্গত হইতেছে এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিল "বাবাগো এ তোমায় কি দেখছি—বাবা! বাবা!!"

"আয় মা!—বুক আয়ে। আমি যাই, আর দেরি নেই উহুহু বড় যাতনা দুলাল কি কল্লি মা, আর দেরি নাই—আমি চল্লুম তোমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছি? ভগবানকে ডেক—তিনি দেখবেন কেঁদনা—তুমি কেঁদনা লীলা আমার অনেক টাকা আছে, তোমায় তার সন্ধান বলিনি; মনে করেছিলুম এক দিন দেখিয়ে দেব, কিন্তু জানতুম না যে আজি আমায় যেতে হবে আমি উহু আর কথা কইতে পাচ্ছি না মা—ওই—পোড়ো—বাড়ীর দক্ষিণ দিকের

বৃদ্ধ আর কথা কহিতে পারিল না অনেক চেষ্টা করিল, বুক চাপিয়া আবও কি বলিতে গেল পারিল না।

গণেশ অতি কষ্টে হাত বাড়াইল। যে ছুরিখানি দুলাল তাহার বক্ষে বসাইয়াছিল বৃদ্ধ সেথানিকে হাতে করিয়া ভূমি হইতে উঠাইল বৃদ্ধের বাক্য রোধ হইয়াছে সে লীলাবতীর পিঠের উপর ছুরি দিয়া তাহার গুপ্ত অর্থের স্থান আঁকিয়া দিয়া, হস্তের ইঙ্গিতে জানাইল 'এইখানে আমার অনেক টাকা আছে'

ঘটনাস্থল হইতে লোকালয় অনেক দূরে নির্ম্মলের আদেশেই তাহারা এমন নির্জ্জন স্থানে বসবাস করিতেছিল। তাই এমন নরহত্যার সংবাদ কেহই পাইল না—কেহই লীলার সাহায্যে আসিল না

হতভাগিনী আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত বৃদ্ধ পিতাকে কোন গতিকে ঘরের মধ্যে আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইল বৃদ্ধ তখনও জীবিত কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে—নাভিশ্বাস বহিতেছে; চক্ষুদুইটী একেবারে কোটরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে

বৃদ্ধ আপনার ললাটে করাঘাত করিতেছে আর দরবিগলিত ধারায় নয়ন বারিতে তাহার বক্ষ ভাসিতেছে—এ দৃশ্য মর্ম্মান্তিক! আর দেরি নাই, এইবার শেষ নিশ্বাস পড়িবে। বৃদ্ধ একবার মাত্র তাহার কম্পিত হস্তখানি উর্দ্ধে তুলিয়া লীলার পিঠের উপর ফেলিল পরক্ষণেই বৃদ্ধের পরমাত্মা বাহির হইল লীলাবতী 'বাবাগো' বলিয়া বৃদ্ধের বক্ষের উপর আছাড় খাইল। বৃদ্ধ গণেশের শিয়রে একটী দীপ জ্বলিতেছিল—একটী ঘূর্ণী বাতাস কুটীরের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ তৈল জ্বলন্ত প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করিল

—৭—

২১

লীলাবতী মৃত গণেশকে একা ঘরে ফেলিয়া লোক ডাকিতে ছুটিল; এবং যখন গঙ্গা পার হইয়া গণেশকে শ্মশানে আনিল তখন রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হতভাগিনী চিরদুঃখিনী লীলাবতী উদাস মনে বৃদ্ধের শেষ কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল।

এ দিকে নিষ্ঠুর দুলাল মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে সে আজ সকল শত্রুকে খুন করিবে নির্ম্মল ও তাহার পুত্রকে যতক্ষণ না ধ্বংস করিতে পারিতেছে ততক্ষণ তাহার প্রাণে শান্তি নাই। এ কার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে এবং আজই,—এক দিনেই সকল কণ্টক দূর করা চাই

দুলাল গভীর রাত্রে নির্ম্মলকুমারের বাড়ী আসিয়াছে দেউড়ির ফটক বন্ধ থাকায়, সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিল দুলাল দেখিল গৃহের সকল দরজাই ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ—উপরে উঠিবার সিঁড়ি খুঁজিয়া পাইল না। দুলাল এই নৃশংস কার্য্য করিবার

জন্যই অতিরিক্ত সুরা সেবন করিয়া শানিত ছুরিকা-হস্তে আসিয়াছে। তাহার পদদ্বয় টলিতেছে সে সমস্ত দরজাগুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু সকলই অর্গল বন্ধ শেষে একটী মাত্র দরজা ঠেলিতেই খুলিয়া গেল

তখন দুলাল ঘরের ভিতরে ঢুকিল, ঘর অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইল না। দিয়াশালাই জ্বালিয়া দুলাল দেখিল সেথায় কেহই নাই। কেবলই স্তূপীকৃত কাগজপত্র পড়িয়া আছে এইটী নির্ম্মলের দপ্তরখানা জমীদারি সম্বন্ধে পুরাতন কাগজপত্র এই ঘরেই থাকিত সুরাপানোন্মত্ত দুলাল দিয়াশলাই সাহায্যে সেই ঘরের মধ্য দিয়া আর একটী ঘরে প্রবেশ করিল ; এবং পুনরায় দিয়াশলাই জ্বালিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্বলন্ত কাটিটী যেমন ফেলিয়া দিল অমনি একখণ্ড কাগজের উপর পড়িয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সেটি দপ্তরখানা ; অতএব চক্ষুর পলকে কাগজের দপ্তরগুলি এক একটী করিয়া জ্বলিতে লাগিল দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘরটী অগ্নির আলোকে হাসিয়া উঠিল দুলাল বাহিরে আসিবার আর দরজা দেখিতে পাইল না। অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া তাহার নেশা কমিয়া আসিয়াছে

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বাড়ীখানিকে অগ্নিদেব গ্রাস করিলেন। দাস-দাসী, দ্বারবান ইত্যাদি সকলেরই নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। চীৎকার—ভীষণ চীৎকার! নিশীথ রাত্রে 'আগুন! আগুন।' শব্দে পল্লীবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল

নিদ্রিত নির্ম্মল ও তাঁহার-পত্নী চীৎকার ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়াছে। লেলিহান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্য হইতে তখন যে যার আপনার প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত—কেহ কাহারও কথা ভাবিল না

নির্ম্মলের গৃহ হইতে শ্মশানক্ষেত্র প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ ব্যবধান। লীলাবতী তখন সেই শ্মশানেই বসিয়া আছে চুল্লী নিভিয়া গিয়াছে—সব শেষ। বৃদ্ধের একখানি অস্থিরও চিহ্ন নাই। সম্মুখেই পুষ্করিণী। কার্য্য শেষ হইলে, শবদেহ বাহকেরা স্নান করিতে পুষ্করিণীতে নামিয়াছে—লীলাবতী উদাস মনে, অশ্রুসিক্ত বদনে শ্মশান-চুল্লীর দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে—কত কি ভাবিতেছে!

এমন সময়ে কোথা হইতে এক পাগল ছুটিয়া আসিল পাগল লীলাবতীকে দেখিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া হাসিতে লাগিল। লীলাবতী ভয়-চকিত অন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সে পাগল তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে

নিষ্ঠুর পাগল। লীলাবতী ভাবিল, একি নিষ্ঠুর! আমি কাঁদিতেছি আর এ আমায় দেখিয়া হাসিতেছে? লীলাবতী পাগলের দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি হাসছ, ওগো। তুমি হাসছ কেন?"

পাগল তখন তাহার চক্ষু দু'টী আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল 'ওরে—

"শব দেহ বুকে লয়ে হাসে এই চিতা,
জীবন্ত পোড়াতে চিতা কে জ্বেলেছে সেথা?'

এই কথা বলিয়া পাগল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে লীলাবতীকে দেখাইল, দূরে —ধূ ধূ অগ্নিশিখা আকাশে উঠিতেছে।

লীলাবতী দেখিল কোথায় আগুন লাগিয়াছে পরক্ষণেই ভাবিল, এই পথেই তো আজ প্রভাতে বাবার সঙ্গে এসেছিলুম, এই দিকেই তো নির্ম্মলের বাড়ী। অমনি তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, পরক্ষণেই 'আমার ছেলে—আমার ছেলে' বলিয়া লীলাবতী উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। সে হৃদয়বিদারক চীৎকার ধ্বনি—

নিস্তব্ধ নিশীথে—দূরে, অতি দূরে প্রান্তরে মিলিল। নিদ্রিত শিবাদল সে চীৎকারে জাগিয়া উঠিল।

লীলাবতী অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে—পাগলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

—:o:—

২২

অগ্নিদেব নির্মলকুমারের রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা খানিকে গ্রাস করিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। কেহই সে ভীষণ অগ্নিমুখে যাইতে সাহস করিতেছে না। সুসজ্জিত গৃহের বহু মূল্যবান আসবাব পত্রের কিছুই রক্ষা হইল না কেবল প্রাণ কয়টী রক্ষা পাইয়াছে,—কাহারও প্রাণের হানি হয় নাই—ইহাই ভগবানের অনন্ত করুণা!

অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া নির্মল-পত্নী আপনার শয়ন গৃহেই মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল কিন্তু নির্মল অসীম হৃদয়বলে, অতীব সাহসের সহিত মূর্চ্ছিতা পত্নীকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্নির গ্রাস হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। নির্মল বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়াই জ্ঞান হারাইল। তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে এবং হৃদ্‌কম্প প্রশমিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল

নবকুমারকে লইয়া দাসী ঠাকুরাণী (ওরফে গিলে দিদি) নির্মল-কুমারের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে নিদ্রিত ছিল কোলাহলে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল দাসী দেখিল চারিদিকে অগ্নি,—ঘরের মধ্যেও অগ্নি জ্বলিতেছে দাসী তখন আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। উপরের বারেণ্ডা হইতে একটী লৌহের নল বাহিরের দেওয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

দাসী যখন দেখিল সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে ক্ষিপ্রতার সহিত সেই নল বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নিদ্রিত নবকুমারের দিকে একবারও চাহিল না।

দাসী যখন ভিড় ঠেলিয়া তাহার মনিবের নিকট আসিল, তখন নির্ম্মল ও তাঁহার পত্নী উভয়েই মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছে দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলের পদতলে আছাড় খাইয়া বলিল "বাবুগো খোঁকাবাবুকে বের করতে পাল্লুম না—সে যে ওই ঘরের ভেতোর আছে।"

নির্ম্মলের তখন চমক ভাঙ্গিল যেন মৃতদেহ নড়িয়া উঠিল। নির্ম্মল দৃঢ়মুষ্টিতে দাসীর হাত ধরিয়া বলিল "কি বলছ ঝি? নবকুমার ওই ঘরের ভেতর আছে? তুমি তাকে বের করতে পারনি?"

ঝি তখন আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল "ওগো বাপ সকলেরা আমাদের কি সর্ব্বনাশ হল গো,—আমাদের ছেলে যে ওই ঘরের ভেতরে রয়ে গেল গো।"

দাসীর ক্রন্দনে নির্ম্মল-পত্নী উঠিয়া বসিল। তখন নির্ম্মলকুমার পুত্রের উদ্ধারে অগ্নির মুখে ছুটিয়াছে, নির্ম্মল-পত্নী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল "কোথায় যাও, আমি থাকিতে তুমি কোথা যাও?"

"ছেলে এখনও ভেতরে আছে, ছেড়ে দাও—আমায় বাধা দিও না।"

"তুমি কোথা যাবে, আমি যাচ্ছি" বলিয়া নির্ম্মল-পত্নী অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিতে ছুটিল

নির্ম্মল তাহাকে সবলে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

তখন ভিড়ের মধ্য হইতে হঠাৎ চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল—"পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমার ছেলে। আমার ছেলে।'

ঘোর কোলাহল—নিস্তব্ধ। একি। দেবী-প্রতিমা।

সকলেই চাহিয়া দেখিল, আলুলায়িতকেশ, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী যুবতী,

উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার নিশ্বাসে ঝড় উঠিয়াছে। দর্শকমণ্ডলী বিহ্বলচিত্ত! সকলেই পথ ছাড়িল, কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। কে বা বাধা দিবে? কাহার বাধাই বা সে মানিবে। এ সংসারে এমন কি শক্তি আছে যে সে অদম্য শক্তিকে বাধা দিতে সক্ষম হয়!

সে প্রবল শক্তিটী কি?

মৃত্যুর মত সত্য, সূর্য্যের মত জীবন্ত, অনন্ত অক্ষয়,—স্বর্গীয়-শক্তি! সে শক্তির নাম "মাতৃ-স্নেহ"!!!

দর্শকমণ্ডলীকে অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। হঠাৎ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া অগণ্য কণ্ঠে উচ্চ রব উঠিল "ধন্য! ধন্য দেবি! ছেলেকে বাঁচিয়ে এনেছে।"

উন্মাদিনী পুত্রকে বুকের মধ্যে চাপিয়া অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে দেখিল নবকুমারের অঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। তাহার শরীর সুস্থ, সবল চাঁদমুখ হাসিভরা।

হায়রে! বুঝিবা উন্মাদিনীর বক্ষে স্বর্গীয় প্রেমাপ্লুত শান্তি-সরোবর ছিল! সে সরোবর-বক্ষে সদ্য প্রস্ফুটিত কমল-বকুমারকে স্পর্শ করিতে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনেরও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

—※—

২৩

কে এ উন্মাদিনী?—দেখিবার জন্য শতশত লোক আসিয়া মূর্চ্ছিতা উন্মাদিনীকে ঘেরিয়া ফেলিল। তাহারা দেখিল উন্মাদিনীর সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,—সারাবদন কালিমাময়। তাহার পরিচিত ব্যক্তিও এ অবস্থায় দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পারিবে না। অভাগিনী তীব্র দগ্ধ-

জ্বালায় বাক্যহারা,—ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ভিড় ঠেলিয়া নির্ম্মল ও তাহার পত্নী উন্মাদিনীকে দেখিতে আসিল নির্ম্মল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না,—কে সে নির্ভীকা রমণী তাহাদের পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য কি স্বার্থে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিল

নির্ম্মল ছুটিয়া আসিয়া ধূলিলুণ্ঠিত অপরিচিতা নারীকে আপনার কোলে তুলিয়া লইল আর নির্ম্মল-পত্নী তাহার নবকুমারকে বুকে ধরিয়া প্রগাঢ় চুম্বনে আত্মহারা। কালিমা-মাখান বদনখানি নির্ম্মল অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত মুছাইতেছে নির্ম্মল পত্নী তখন নবকুমারকে দাসীর নিকট রাখিয়া পতির সহিত অপরিচিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কৃতজ্ঞতার অশ্রু অবাধে বর্ষিল

মেঘ সরিল,—চন্দ্রবদন দেখা দিল বদনমণ্ডলের কালিমা মুছাইতে মুছাইতে নির্ম্মলের চক্ষু বিস্ফারিত হইল কেন? সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "এ কে?—লীলা!"

নির্ম্মল-পত্নী স্তম্ভিত! তাইতো এ নারী কি তাহার স্বামীর পরিচিতা? কই 'লীলা' নাম তো সে তার স্বামীর মুখে আর কোনদিন শোনে নাই সর্ব্বোপরি এ যে অসামান্য রূপবতী,—যুবতী।

এইবার লীলা চাহিল। সে দেখিল তাহার জীবিতেশ্বর—নির্ম্মলকুমারের উরুদেশে তাহার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে অবিরত-ধারে অশ্রু তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া চলিল ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ হাসিল লীলাবতীর রক্তিমাধরে এ নিদারুণ যাতনায়ও মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল সে কথা কহিল, প্রথমেই বলিল, "আমার ছেলে,—ছেলে কই?"

নির্ম্মল পত্নী আবার চমকিত! 'আমার ছেলে,' তবে কি নবকুমারের

যথার্থ গর্ভধারিণী এই উন্মাদিনী? কে জানে! এ মর্ম্মান্তিক দুঃখের মাঝে কে আর সে সংবাদ লইবে; সকলেই তাহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত

নির্ম্মল-পত্নী ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছেলে এখানে আছে —কোন ভয় নেই, তার গায়ে আগুণের আঁচও লাগেনি কেবল বড় কষ্ট—আমাদের কপালের দোষে, তোমার কি হ'ল ভাই!" এই কথা বলিয়া নির্ম্মল-পত্নী লীলার হাতখানি আপনার কোলের উপর রাখিয়া, সেই হাত খানিতে হাত বুলাইতে লাগিল

নির্ম্মলের বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে সে তাহার বুক আর চাপিতে পারিল না, চাপিতে গিয়াই বহিল। বহিল,—উথান বহিল, অবিশ্রান্ত ধারা নয়নপথে বর্ষিল

আবার, একি? নির্ম্মল পত্নী উন্মাদিনীর হাতখানির মধ্যে কি দেখিয়া অমন চমকিয়া উঠিল। "ওগো এযে ঠিক সেই চিহ্ন" নির্ম্মল-পত্নী তাহার স্বামীর প্রতি তাকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "ওগো এযে ঠিক সেই চিহ্ন"

"কিসের চিহ্ন?"

"এই দেখ, জড়ুলের চিহ্ন! আমার ছোট বোন্ যে গঙ্গায় ডুবে ম'রে গেছে তার হাতেও ঠিক এই জায়গায়, এই রকমই চিহ্ন ছিল।"

নির্ম্মল-পত্নী তখন আরও ভাল করিয়া লীলাবতীর মুখ দেখিতে লাগিল।

লীলার অবস্থা খারাপ হইয়া আসিয়াছে—প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধ সর্ব্বশরীর—অসহ্য যন্ত্রণা! লীলাবতী আর সহ্য করিতে পারিল না; উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল নির্ম্মলকুমার তখন অতি সতর্কতার সহিত লীলাবতীর মস্তক তুলিয়া ধরিল তখন নয়নে নয়ন মিলিল

এ স্বপ্ন—না সত্য? অষ্টাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে; চারি বৎসরের বালিকার স্বপ্নময় স্মৃতি আজ অষ্টাদশবর্ষ পরে জাগিয়া উঠিল।

লীলা বলিল "একি?—দিদি!—তুমি?"

অ্যাঁ! তাইতো, চাঁপা? চাঁপা!—আমার বোন!"

বলিতে বলিতে নির্ম্মল-পত্নী সস্নেহে লীলাবতী,—উন্মাদিনীকে আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিল

নির্ম্মল অবাক্! একি, প্রহেলিকা?

নির্ম্মল বলিল "গোলাপ! এ কি তোমার সেই বোন, যে গঙ্গায় ডুবে—"

"ওগো, হ্যাঁগো, আমার মা'র পেটের বোন, সে এই,—এই সেই—আমার বোন চাঁপা!"

"তবে শোন গোলাপ য' এতদিন তোমার কাছেও গোপন রেখেছি—আজ সে কথা ব'লছি কিন্তু বড় অসময়ে, বড় দুর্দ্দিনে বলতে হ'ল এই লীলাবতীকে আমি গোপনে বিবাহ ক'রেছি আর তোমার এই ভগ্নী চাঁপাই তোমার নবকুমারের গর্ভধারিণী,—আমিই সেই নবকুমারের যথার্থ জন্মদাতা—পিতা"

হা পরম কারুণিক পরমেশ্বর। তোমার মনে এই ছিল! একদিন পূর্ব্বে এ পরিচয় জানিলে কি নির্ম্মলের ভাগ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটিত? কেবল অবমাননার ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, নির্ম্মল দুলালের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারিল না তাহাকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকিলেও নির্ম্মল তাহা দিল না কেন? মাত্র সমাজের নিকট দুলাল কর্ত্তৃক তাহার হেঁটমুণ্ড হইবে ভাবিয়া নির্ম্মল তুমি বড় অসময়ে জানিতে পারিলে যে তোমার সে গোপন বিবাহ—সমাজ-সঙ্গত

আর বাধা মানিল না। নির্ম্মল এইবার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল "লীলা! আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—আজ তুমিও আমায় ছেড়ে চ'লে আমি কি ক'রে প্রাণ বাঁধবো?"

"নাথ! নারীর সর্ব্বস্ব ধন! কেঁদনা,—তোমার কিসের অভাব? সকলইত আছে" লীলাবতী তাহার দিদি গোলাপের হাত ধরিয়া নির্ম্মলের হাতের উপর রাখিয়া আবার বলিতে লাগিল "এই স্ত্রী, ওই পুত্র, আর এই দেখ অগাধ টাকা" এই কথা বলিয়া লীলা তাহার পৃষ্ঠদেশে বৃদ্ধ গণেশ কর্ত্তৃক ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া বলিতে লাগিল "পোড়ো বাড়ীর দক্ষিণ দিকে দুই জালা টাকা পোঁতা আছে, তুলে নিও। আমি তোমার নব-কুমারকে দিয়ে গেলুম আবার কাঁদছ? কেন কাঁদছ? তুমিত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান। কপালে তোমার এই লেখা ছিল, কে তাতে বাধা দিতে পারে?"

লীলা নির্ম্মলের হাতখানি আপন বুকের উপর চাপিয়া ধরিল সে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলিয়াছে। একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—সেদিন,—প্রথম যেদিন তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলুম, সেদিন,—যেদিন তুমি আমায় চণ্ডালের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছিলে, সেইদিন ভেবেছিলুম—সেই অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরের নিকট যা চেয়েছিলুম আজ তা' পেয়েছি; সাধ ছিল ম'রবার দিন যেন তোমার কোলে মাথা রেখে ম'রতে পারি! এযে নারীর বড় সাধ;—এ মরণ যে বড় আদরের বড় গৌরবের! কই, দাও—একবার তোমার পা'খানা আমায় মাথায় তুলে দাও? দিদি! আমায় আশীর্ব্বাদ কর, পায়ের ধূলো দাও? আমার ছেলেকে তোমার কোলে দিয়ে যাচ্ছি, তাই আজ আমি হাসতে হাসতে ম'রতে পেলুম।

"মাগো! তুমি কোথায় আছ গো! একবার দেখে যাও—তোমার

চাঁপাকে পেয়েও হারালুম চাঁপা! চাঁপা! ভাই, আমিও তোর সঙ্গে যাব " গোলাপ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল

আর বিলম্ব নাই—লীলাবতীর শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। সে আর একবার অতিকষ্টে, অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল 'নাথ!'

নির্ম্মলের নয়নে দরবিগলিতধারা বহিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি ব'লছ, বল, লীলা!"

"আমার ছেলেকে একবার আমার বুকের উপর দাও "

গোলাপ নবকুমারকে লীলাবতীর বুকের নিকট ধরিল; লীলাবতী পুত্রের অধরে জনমের মত শেষ চুম্বন করিল। পরক্ষণেই সব শেষ!—দীপ নির্ব্বাণ

লীলাবতীর প্রাণহীন দেহ কোলে করিয়া নির্ম্মল কাঁদিতেছে—তাহার হৃদয়-বিদারক চীৎকার বুঝিবা গগন স্পর্শ করিল।

ও কে ব'লিল? "ওগো! এয়োরাণীর মাথায় একটু সিঁদুর দিয়ে দাওনা গা!"

গোলাপের সম্মুখে এককৌটা সিঁদুর পতিত হইল

নির্ম্মল চমকিয়া দেখিল সন্নিকটস্থ বৃক্ষডালে কে একজন বসিয়া আছে। গোলাপ কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্দুর কৌটা লইয়া চাঁপার মাথায় ঢালিয়া দিল

পাঠক দুলালের কি হইল বলিতে পারেন? দেখিয়াছেন কি,—দুলাল সেই গৃহ হইতে কেমন করিয়া বাহিরে আসিল? আমি ত দেখি নাই আমি দেখিয়াছিলাম, পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের মত, দুলাল সেই ঘরের মধ্যেই ছট্‌ফট্ করিয়া ছুটিতেছিল। ক্রমে দেখিলাম, যখন সমস্ত বাড়ীখানি অগ্নিগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে, তখন একখানি প্রকাণ্ড কড়িকাঠ দুলালের মস্তকোপরি দুলিতেছিল ঐ দেখুন, দুলালের বুকের উপর

পড়িয়া কড়িকাঠখানি এখনও জ্বলিতেছে। এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল,—দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ দুলাল, ঈশ্বরের নিকট হইতে উপযুক্ত শাস্তি পাইল—প্রাণদণ্ড

এ যেন, ঝড় ঝঞ্ঝাবাত ও ঘোরতর বারিবর্ষণের পর, প্রকৃতিদেবী স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে কিন্তু তাহার বদনমণ্ডল গম্ভীরা হৃদয়াকাশ অন্ধকারময়—মেঘাচ্ছন্ন। (১) নির্ম্মল ও তাহার-পত্নী গোলাপের হৃদয় ভারাক্রান্ত, উদাস অন্তর, হতাশ প্রাণ

তখনও নির্ম্মল লীলাবতীর শবদেহ কোলে করিয়া বসিয়া আছে—আজ আর লোকলজ্জ, সমাজভয় নাই নির্ম্মলের নয়ন মুদ্রিত নির্ম্মল-পত্নী গোলাপ অঞ্চলে বদন ঢাকিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আজ বহুদিন পরে তাহার মৃত বিধবাজননীর ছায়ামূর্ত্তি অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা উভয়েই নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প অবস্থায় অবস্থিত।

সকলেই স্থির এমন সময় বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাগল, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল পাগল দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে লীলার দিকে আসিতেছে তাঁহার বুকভরা রাশিরাশি ফুল আজ আর পাগল হাসিতেছে না—তাহার বদন স্থির, গম্ভীর। নয়নে দরবিগলিতধারা! পাগল সমস্ত ফুলগুলি মৃত লীলার সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া দিল তখন দেখিলাম লীলাবতী স্তূপীকৃত ফুলরাশির মধ্যে শয়ন করিয়া আছে

আহা! পাগল-প্রদত্ত ফুলস্পর্শে লীলার মৃতদেহে কি জীবন সঞ্চার হইল? অনিন্দ্যসুন্দর বদনকমল, সিন্দুররঞ্জিত রক্তাভ ললাট, এলায়িত কেশদাম, গন্ধ পুষ্পসুশোভিত উন্নত বক্ষ, এ সকল দেখিয়া কে বলিবে যে "লীলাবতী! এ তোমার মৃত্যুশয্যা" কে না বলিবে যে "আজ লীলাবতীর ফুলশয্যা!"

—:*:—

উপসংহার

পাঠক নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, উদার কর্ত্তব্যপরায়ণ, হৃদয়বান, দয়ালু জমীদার নির্ম্মলই অনাথিনী বিধবা পান্নারাণীর কন্যা গোলাপকে বিবাহ করিয়াছিল আজ নির্ম্মলের অঙ্কে শায়িতা মৃত লীলাবতীই সেই জলমগ্ন চারি বৎসরের বালিকা—গোলাপের ভগ্নী চাঁপা

এখনকার দিনের মত, সেদিনে কন্যাদায় প্রপীড়িত জনক জননীর ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাসে বাঙ্গালার মাটী এত উত্তপ্ত ছিল না দয়া ও করুণার প্রচুর বরিষণে সুখ ও শান্তি স্থাপিত ছিল অতএব ধনীর সন্তান নির্ম্মলের সহিত গোলাপের বিবাহ আজিকার দিনে বিস্ময়কর হইলেও, তখনকার দিনে ইহা স্বাভাবিক ও মনুষ্যত্বের পরিচয় ছিল।

"ও বাম নীচে যাবার সময় এই চশমাখানা পরে যাস্ বাপ "

চশমা কেন মা? ও চশমা চ'খে দিলে আমি যে কিছু দেখতে পাইনি।"

"একেবারে বোকা ছেলে—'হোমিদীঘৃঘি' জ্ঞান নেই; তুই না পাশের পড়া প'ড়ছিস? উনি বলেছিল সেদিন শুনলিনি? কেউ তোকে দেখতে এলেই, ওই সোণার চশমাখানা চ'খে দিয়ে যাবি "

"আমি যে চ'খে কিছু দেখতে পাইনে ওতে,—ধোয়া দেখি। যদি তারা কিছু লিখতে বলে?"

"ও পোড়াকপাল, একেবারে ন্যাকা ওরে—ওই চশমা চ'খে দেখলেই তো তারা তোরে বিদ্বান মনে ক'রবে আর কি লেখাপড়ার কথা কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা ক'রবে? ওই চশমাই তো আজকাল

লেখাপড়া জানার লগং ওতেই না তোর দর আরো পাঁচশো' টাকা বাড়বে ওই চশমাপরা দেখেই না আমার বাপ এত ঠকে গিছলো নইলে কি বাবা আমাকে 'ওঁর' মত মুখ্যুর হাতে দিতেন? তোর চারটে মেসো—কেউ ডেপুটি,কেউ জজ্‌কলেকটের, কেউ অনাহারী, কেউ মুচ্ছুদ্দি আমার পোড়াকপালে 'উনি' না কেবল পাটের দালাল!"

উপরোক্ত মাতা পুত্রের কথাবার্ত্তা আজকালকার দিনে শুনিতে পাওয়া যায়,—নির্ম্মলের দিনে ছিল না

আমাদিগের প্রাণ আশার বন্ধনে জীবিত থাকে,— যে দিন সে বন্ধন টুটিয়া যায়, সে দিন এ দেহে আর প্রাণ থাকিতে চাহে না। গোলাপের বিবাহের পর বিধবা পান্নারাণী দেখিল যে এ পৃথিবীতে আর তাহার কোন আশা নাই প্রাণের সমুদয় বন্ধনই মুক্ত তখন তাহার প্রাণ বহুদিনের অদর্শন—স্বামী! জন্মজন্মান্তরের দেবতা —সেই স্বামীর শান্তিময় কোলে আশ্রয় লইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইল জগদীশ্বর বিধবার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিল না। একদিন সমস্ত পল্লিবাসী বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল,—গঙ্গার কূলে পট্টবস্ত্র পরিহিতা, ধ্যানমগ্না পান্নারাণীর দেহখানি পড়িয়া আছে। সে দেহে আর প্রাণ নাই যদি আমার এই পাপচক্ষু, ওই উর্দ্ধে—অনন্ত নীল আকাশ ভেদ করিয়া পরপারে পৌছিতে সক্ষম হইত,—তবে সে কি দেখিত? দেখিত—আজ পান্নারাণী তাহার স্বামীর শান্তিময় কোলে সুখনিদ্রায় নিদ্রিতা!

আবার সূর্য্য উদয় হইল —আবার প্রকৃতি হাসিল ভস্মস্তূপ পরিষ্কৃত হইল, আবার সেথায় অট্টালিকা উঠিল গোলাপ হাসিল, নবকুমার হাসিল, হাসিল না কেবল নির্ম্মলকুমার! তাহার সারা বুকখানা অন্ধকারময়। লীলাবতীর মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ বিংশতিবৎসর অতীতের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে, তথাপি আজিও নির্ম্মল সে শোক ভুলিতে পারিল না।

নির্ম্মল ভাবিত "হায়! কেন আমি সমাজের ভয়ে, নিজের কর্ত্তব্য সাধিতে অবহেলা করিলাম? যদি লীলাকে বিবাহ করিলাম, তবে কেন তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিলাম—কেন না লীলাকে নিজের গৃহে আনিলাম? দেশাচার, লোকাচারের ভয়ে, অবলা নারীর জীবন-হন্তা হইলাম!

বিংশতি বৎসরের যুবক—নবকুমার গোলাপকেই নিজ গর্ভধারিণী জ্ঞানে ভক্তি করিত ভালবাসিত; মাতৃহারা সন্তান মায়ের অভাব কোনদিনই বুঝিতে পারিল না। গোলাপও সদ্য প্রস্ফুটিত পঙ্কজ-বদন নবকুমারের মুখ দেখিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল। কেবল অনুতাপে দগ্ধ হইল নির্ম্মল।

একদিন নির্ম্মল তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া লীলাবতীর কথা ভাবিতেছে। রাত্রি তখন গভীর। নির্ম্মলের চক্ষে নিদ্রা নাই। নির্ম্মল ভাবিল 'সেই দিন—যেদিন তাহাদের প্রথম মিলন। আহা সে কি মধুর কটাক্ষ! সরলতা মাখান বদনকমলের কি সুন্দর হাসি!' নির্ম্মল আর হৃদয় ধরিতে পারিল না, নয়নজলে উপাধান ভাসিল।

তখন এক মধুর কণ্ঠস্বর নির্ম্মলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নিস্তব্ধ রজনী। নির্ম্মল শুনিল তাহারই গৃহ সংলগ্ন উদ্যান হইতেই সে মধুর স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। কে গাহিতেছে,—

গীত

কে গো রমণী (তুমি) নরশির ধারিণী
জগৎ-পালিনী কালী এলোকেশী শিবরাণী।
নীরদবরণা জড়িতা দামিনী, শত শশধর জ্যোতিঃ বিপ্লাবিনী

সদা নৃত্যশীলা, ভালে শশিকলা,
চরণ-সরোজে পাড় চিন্তামণি
বিনশ্বর ধরা, কর্ম্ম তুমি সার তুমি কর্ম্মময়ী শকতি আধার ;
ধরা কর্ম্মভূমি, জয়দা মা তুমি,
কীরিতি তোমারি অমর জননী
জীবন, মরণ, আঁখির পলকে, ধর্ম্ম অর্থকাম, মোক্ষপ্রদায়িকে
সদাহৃদি মাঝে, তব রূপ রাজে,
জ্ঞান, শকতি সিদ্ধি প্রদায়িনী

সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে নির্ম্মল শয্যা ত্যাগ করিয়া, গবাক্ষ সম্মুখে দাঁড়াইল জ্যোৎস্নাময়ী রজনী হাসিতেছে নির্ম্মল দেখিল সেই পাগল। পাগল গাহিতেছে—"জীবন, মরণ, আঁখির পলকে"

শারদ চাঁদিমার শুভ্র হাসি পাগলের বদনে পড়িয়া খেলা করিতেছে। ধুলি ধূসরিত বদনে নিষ্পাপ হৃদয়ের পূর্ণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে

ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া—যুক্তকরে নির্ম্মল পাগলকে প্রণাম করিল। আর বলিল—"পাগল! তুমিই যথার্থ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে; কেননা—তোমাতে জাতিবিচার নাই, সমাজের ভয় নাই, দেশাচার ও লোকাচারের ভিত্তিহীন কঠিন বন্ধনে তোমার হৃদয় আবদ্ধ নয় হে নিষ্পাপ শরীর—পবিত্র আত্মা শুদ্ধাচারী ভগবান! আশীর্ব্বাদ কর—যেন জন্মান্তরে আমি তোমার মত পাগল হ'য়ে এ সংসারে বিচরণ করতে পাই।"

(সমাপ্ত)